Glitteria
Everyday Diamonds For You!
বিশেষ বার্ষিকী অফার
৩০ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

Sister
রন্ধনেই বন্ধন
নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিষ্টার

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-129 ■ 8 February, 2026 ■ আগরতলা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৫ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশ্বাসই ভারতের বড় শক্তি ও মূলধন ঃ প্রধানমন্ত্রী

কুয়ালালামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসই আজ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি ও মূলধন হয়ে উঠেছে। শনিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এক কমিউনিটি অনুষ্ঠানে দৃঢ়তার সাথে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের উষ্ণ অভ্যর্থনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দুই দেশের অভিন্ন সংস্কৃতির সুন্দর বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম নিজে বিমানবন্দরে এসে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন ও নিজের গাড়িতে করে অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এই বিশেষ সৌজন্য ভারতের প্রতি এবং এখানে উপস্থিত মানুষের প্রতি প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের ভালোবাসা ও সম্মানের প্রতিফলন।" অনুষ্ঠানে ৮০০-রও বেশি নৃত্যশিল্পীর অংশগ্রহণে আয়োজিত বিশাল সাংস্কৃতিক পরিবেশনার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অনবদ্য পরিবেশনা বহু বছর ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সকল শিল্পীকে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রধানমন্ত্রিত্বের আগের এবং তিনি তাঁর সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রখর মেধা ও ২০২৫ সালে আসিয়ান-এর সফল সভাপতিত্বের প্রশংসা করেন।

গত বছর আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে না পারার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি মালয়েশিয়া সফরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তা পূরণ করতে পেরে আনন্দিত। ২০২৬ সালে এটি তাঁর প্রথম বিদেশ সফর বলে উল্লেখ করে তিনি উৎসবের মরশুমে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে থাকতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সংকান্তি, পংগল ও থাইপুসাম উৎসব আনন্দের সঙ্গে পালিত হয়েছে বলে তিনি আশা করেন এবং আসন্ন শিবরাত্রি, রমজান ও হারি রায়ার আগাম শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, মালয়েশিয়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী বসবাস করে এবং ভারত ও মালয়েশিয়ার মানুষের হৃদয়ের মধ্যে গভীর যোগ রয়েছে। প্রদর্শনীতে দেখা সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত সমাজ দুই দেশের মধ্যে এক জীবন্ত সেতু। রুটি চানাই ও মালাবার পরাঠা, নারকেল, মশলা ও তে তারিক এই সব স্বাদ ও ঐতিহ্য কুয়ালালামপুর ও কোচি উভয় জায়গাতেই পরিচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভাষাগত মিল, ভারতীয় সিনেমা ও সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করে এমজিআরের তামিল

মালয়েশিয়ায়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অন্তবর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোগত ঐক্যমত্যে পৌঁছল ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। পারস্পরিক ও উভয় দেশের জন্য লাভজনক বাণিজ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী চুক্তির একটি কাঠামোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর কথা ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। শুক্রবার জারি করা যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই কাঠামো ভবিষ্যতের বিস্তৃত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বাইল্যাটারাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা বিটিএ)-র পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

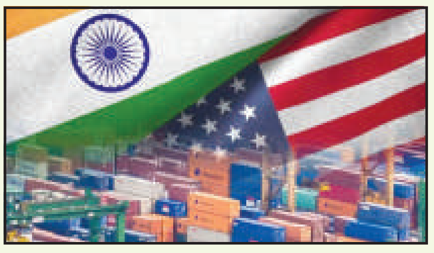

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এই বাণিজ্য আলোচনা শুরু হয়েছিল। অন্তর্বর্তী চুক্তির এই কাঠামো দুই দেশের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ, পারস্পরিক ও ফলপ্রসূ বাণিজ্য সম্পর্কের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরালো করল বলে জানানো হয়েছে।

ঘোষিত কাঠামো অনুযায়ী, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সব শিল্পপণ্যের উপর শুল্ক বাতিল বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। পাশাপাশি শুকনো ডিস্টিলার্স গ্রেইনস (ডিডিজি), পশুখাদ্যের জন্য লাল জোয়ার, বাদাম, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ও মদ-সহ বিভিন্ন মার্কিন কৃষি ও খাদ্যপণ্যের উপরও শুল্ক হ্রাস করা হবে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী ভারতের পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক প্রয়োগ করবে। এর আওতায় থাকবে বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও জুতো, প্লাস্টিক ও রাবার, অর্গানিক কেমিক্যাল, হোম ডেকর, হস্তশিল্প এবং কিছু যন্ত্রাংশ। তবে অন্তর্বর্তী চুক্তি চূড়ান্ত হলে জেনেরিক ওষুধ, রত্ন ও হীরা, এবং বিমান যন্ত্রাংশের মতো বহু পণ্যের উপর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মেক ইন ইন্ডিয়া ও কর্মসংস্থানে আসবে প্রগতি ঃ নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোতে ঐকমত্যকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি একে দুই দেশের জন্যই "দারুণ খবর" বলে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভারত—যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে তাঁর ব্যক্তিগত অঙ্গীকার এই কাঠামোর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই চুক্তির কাঠামো দুই দেশের অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতা, পারস্পরিক আস্থা ও গতিশীলতার পরিচয় দেয়।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামো 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে। এর ফলে দেশের কৃষক, উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), স্টার্টআপ উদ্ভাবক, মৎস্যজীবীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে মহিলা ও যুব সমাজের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলেও তিনি আশাবাদী।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এই কাঠামো ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বকে গভীর করবে, বিশ্বাসযোগ্য ও স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যের কথা পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতমুখী বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধযা মানুষের ক্ষমতায়ন করবে এবং সমৃদ্ধি ভাগ করে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত এক্স-বার্তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি দারুণ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে কোন আমদানি সুবিধা দেওয়া হবে না ঃ বাণিজ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পিয়ুশ গোয়েল শনিবার বলেছেন, কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো আমদানি সুবিধা দেওয়া হবে না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত যৌথ বিবৃতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ ভারত কৃষিক্ষেত্রে "স্বয়ংসম্পূর্ণ"।

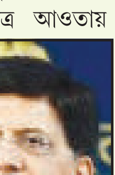

একটি সংবাদ সম্মেলনে গোয়েল জানান, আমদানি সুবিধা না দেওয়া পণ্যের তালিকায় রয়েছে মাংস, পোল্ট্রি, দুধজাত পণ্য, সয়াবিন, ময়েজ, ধান, গম, শস্য, জোয়ার, বাজরা, রাগি, ফল, গ্রীন টি, তেলবীজ, বাদাম, মধু, অ্যালকোহলবিহীন পানীয়, ইথানল এবং তামাক।

এর মাধ্যমে ভারত অন্যান্য মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তির মতো নয়, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে করা চুক্তিগুলি। গোয়েল বলেন, এই সংবেদনশীল খাতগুলো দুধজাত পণ্য, ধান, গম, মাংস, শস্য, ওঞ্চ খাদ্য, সয়ামিল, ময়েজ ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় বাণিজ্য চুক্তির আওতায় রাখেনি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় রপ্তানিকারীদের জন্য ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার খুলে দেবে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জন্য। গোয়েল উল্লেখ করেন, ভারতের রত্ন ও হীরা, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য এবং স্মার্টফোনসহ বেশ কিছু পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। এইভাবে ভবিষ্যতে আরও অনেক পণ্যের উপর শূন্য শুল্ক ধার্য থাকবে, তিনি যোগ করেন।

কৃষি খাতে মশলা, চা, কফি ও তাদের উপাদান, নারকেল ও নারকেল তেল, উদ্ভিজ্জ মোম, সুপারি, ব্রাজিল বাদাম, কাজু, বাদাম, পাশাপাশি বিভিন্ন ফল ও সবজি শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে, যা ভারতীয় কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে। গোয়েল আরও জানান,

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তথ্যে অভাব ঃ জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পরেও যৌথ বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ। শনিবার তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ বিবৃতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ জয়রাম রমেশ লেখেন, এইমাত্র প্রকাশিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয়ে নীরব।"

তিনি দাবি করেন, প্রকাশিত তথ্য থেকে ইঙ্গিত মিলছে যে ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করবে না। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে ঘোষণা করেছে, ভারত যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাশিয়া থেকে তেল কেনে, তাহলে ফের ২৫ শতাংশ জরিমানা শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

জয়রাম রমেশ আরও বলেন, আমেরিকার কৃষকদের সুবিধা দিতে গিয়ে ভারত সরকার আমদানি শুল্ক কমাবে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভারতীয় কৃষকরা। তাঁর অভিযোগ, এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের বার্ষিক আমদানি তিনগুণ বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘদিনের পণ্য বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত কার্যত মুছে যাবে।

তিনি তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ও অন্যান্য পরিষেবা খাতে ভারতের রপ্তানি নিয়েও অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ভারতের পণ্য রপ্তানির উপর আগের তুলনায় বেশি শুল্ক আরোপ করা হবে। কটাক্ষের সুরে কংগ্রেস নেতা বলেন, সব আলিঙ্গন আর ফটোর পরও খুব একটা লাভ হয়নি। 'নমস্তে ট্রাম্প' জিতে গেল 'হাউডি মোদি'-র বিরুদ্ধে। 'দোস্ত দোস্ত না রাহা'।"

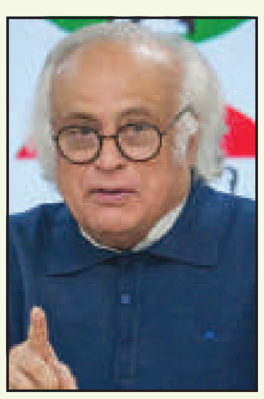

অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী চুক্তির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। তবে একই সঙ্গে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কারাগারে মৃত্যু বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী রমেশ সেনের

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। প্রাক্তন বাংলাদেশ মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা রমেশ চন্দ্র সেন শনিবার কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি দিনাজপুর জেলা জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সকালে তিনি অসুস্থ হলে প্রায় ৯:১০ টায় তাঁকে জেলা জেল থেকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ৯:২৯ টায় জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। জেলার জেলা জেল সুপারিনটেনডেন্ট ফারহাদ সরকার সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন, সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মৃত নেতার দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

রমেশ চন্দ্র সেন ছিলেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং ঠাকুরগাঁও-১ (সদর উপজেলা) আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি ৩০ এপ্রিল ১৯৪০ সালে ঠাকুরগাঁওগাঁও জেলার রুহিয়া ইউনিয়নের কাশালগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন ক্ষিতীন্দ্র মোহন সেন ও মা বলাশ্বরী সেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে সংসদে নির্বাচিত হলেও সরকার পতনের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়। সংসদীয় কার্যকাল বন্ধ হয়ে যায় এবং

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

যুবমোর্চার বাজেট যুব সম্মেলনে

কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আরও নিষ্ঠাবান হওয়ার পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক, পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ সবক্ষেত্রে উন্নয়নে এবারের বাজেট গুরুত্ব রাখা হয়েছে। এবারের বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। আর আমাদের দায়িত্ব অনেক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে আমাদের। আজ আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত বাজেট যুব সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ড থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্লগারের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরার তরুণ ব্লগার প্রণব দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে নাগাল্যান্ডে। গত একমাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন সে। কোহিমা জেলার ডজুকো ভ্যালি থেকে নিখোঁজ প্রণবের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্যে। জানা গেছে, গত ৪ জানুয়ারি ডজুকো ভ্যালি ভ্রমণে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন প্রণব দাস নামে ওই পর্যটক। অবশেষে ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ ডজুকো ভ্যালি এলাকায় তার দেহের সন্ধান পাওয়া যায়।

মৃত প্রণব দাস পশ্চিম জেলার শ্রীনগর জেলার বাসিন্দা। তিনি ৪ জানুয়ারি ডজুকো ভ্যালি পরিদর্শনে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চোর অপবাদে লরি চালককে মারধর

উত্তপ্ত ধর্মনগরের এফসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বটরশি এলাকায় অবস্থিত এফসিআই (ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া) গোডাউনে শনিবার ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ও নিন্দনীয় ঘটনা। লরি পরিমাপকে কেন্দ্র করে গোডাউনের ইনচার্জের বিরুদ্ধে এক লরি চালককে প্রকাশ্যে 'চোর' বলে অপমান এবং পরবর্তীতে বেধড়ক মারধরের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, চালান সংক্রান্ত পরিমাপ চলাকালীন হঠাৎ করেই গোডাউনের ইনচার্জ লরি চালক রাজিবকে 'চোর' বলে সম্বোধন করেন। এই অপমানজনক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ইনচার্জ ও কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ড একযোগে চালকের উপর হামলা চালান। প্রত্যক্ষদর্শী ও উপস্থিত অন্যান্য লরি চালকদের দাবি, সিকিউরিটি গার্ড প্রথমে চালকের গলা চেপে ধরে তাঁকে আটকে রাখেন এবং সেই সুযোগে ইনচার্জ বেধড়ক মারধর শুরু করেন। এই হামলায় গুরুতর আহত হন লরি চালক রাজিব। মারধরের ফলে তাঁর একটি

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিশুর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। আগরতলা বিমানবন্দর থানাধীন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভাগলপুর এলাকার পরেশ কলোনিতে এক ৬ বছরের শিশুর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় তৎপরতার সঙ্গে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তদের আটক করতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়। যার নাম্বার ২০২৬এআরপি ০০৭ নম্বর। মামলাটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ১২৭(২), ১১৭(২) এবং ৩(৫) ধারার পাশাপাশি জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অব চিলড্রেন) আইন, ২০১৫-এর ৭৫ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তরা হলেন দীপালি বণিক (৪১), স্বামী: দিলীপ বণিক, কাজলি সরকার (৫০), স্বামী: প্রয়াত রাজকিশোর সরকার, মানটি বিশ্বাস (৩৫), স্বামী: স্বপন বিশ্বাস, তাদের প্রত্যেকের বাড়ি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এয়ারপোর্ট থানাধীন ভাগলপুর পরেশ কলোনি। এদিকে আজ ভাগলপুরে বর্বরোচিত ঘটনার শিকার শিশুর বাড়ি পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় বিধায়ক নয়ন সরকার। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। কাঞ্চনপুরে আজ সকালে এক হৃদয়বিদারক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল চার বছরের এক শিশু। মৃত শিশুর নাম জেমস ত্রিপুরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে একটি ট্রিপার গাড়ি ও একটি ই-রিক্সার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ই-রিক্সাটি উল্টে গেলে শিশুটি ট্রিপার গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত শিশুর মা সহ মোট ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের প্রথমে কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চরম শোকের ছায়া নেমে আসে। শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার পরিজনের কান্নায় হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৫ মাঘ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রে সমালোচনা অপরাধ নয়

সমালোচনা কোনো অপরাধ নয়, বরং এটি সমাজ এবং ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। নিজের কাজ বা চিন্তার সীমাবদ্ধতা আমরা অনেক সময় নিজেরা ধরিতে পারি না। অন্যের চোখ দিয়া দেখিলে সেই অসম্পূর্ণতাগুলো পরিষ্কার হয়।একটি সুস্থ সমাজ বা রাষ্ট্রে ভিন্নমত বা সমালোচনা হইলো অগ্রগতির চাবিকাঠি। এটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে সমালোচনা না থাকিলে নতুন এবং উন্নত কিছু সৃষ্টি হওয়া কঠিন হইয়া পড়িত। সমালোচনা অপরাধ না হইলেও, সেটি প্রকাশের ধরণ অনেক সময় নেতিবাচক হইতে পারে।

গণতন্ত্রের শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ভর করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর। সেই স্বাধীনতা যদি কেবল প্রশংসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাহা আর স্বাধীনতা থাকে না তাহা হইয়া ওঠে আনুগত্য। সমাজমাধ্যমের যুগে এই সত্য আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এখন নাগরিকের কণ্ঠ পৌঁছিয়া যায় সরাসরি জনপরিসরে, মাঝখানে কোনও প্রথাগত ফিল্টার ছাড়াই। ঠিক এই কারণেই ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে নাগরিকের মতপ্রকাশের সংঘাত বাড়িতেছে আর সেই সংঘাতের নিষ্পত্তিতে আদালতের ভূমিকা হইয়া উঠিতেছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রেক্ষিতেই তাৎপর্যপূর্ণ তেলঙ্গানা হাই কোর্টের সেই রায়, যাহা সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও বহাল রাখিয়াছে। সমাজমাধ্যমে কড়া রাজনৈতিক সমালোচনা বা সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেই পুলিশ যান্ত্রিক ভাবে এফআইআর দায়ের করিতে পারে না এই স্পষ্ট বার্তা শুধু একটি মামলার নিষ্পত্তি নয়, বরং বৃহত্তর নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ বিচারনৈতিক অবস্থান।কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ স্পষ্ট জানাইয়া দেয় হাই কোর্টের রায় ও আচরণবিধি খুঁটিয়ে দেখা হইয়াছে এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। অর্থাৎ, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক মতপ্রকাশকে অপরাধের ছাঁচে ফেলিবার প্রবণতায় শীর্ষ আদালতও কার্যত লাগাম পরাইল।এই রায়ের তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। এর আগেও একাধিক মামলায় দেখা গিয়াছে সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেই অভিযুক্তকে ‘দেশবিরোধী’ বা ‘দেশদ্রোহী’ তকমা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট সেইসব ক্ষেত্রেও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, সরকারবিরোধী মানেই দেশদ্রোহী নয়। গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার এ কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে শীর্ষ আদালত।সমস্যা হইল, প্রশাসনিক স্তরে সেই বিচারনৈতিক বোধ এখনও সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না। সমাজমাধ্যমের একটি পোস্ট, একটি ব্যঙ্গ, বা একটি কড়া মন্তব্যকে ‘আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি’ বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রবণতা ক্রমশ বাড়িয়াছে। এর ফলে মতপ্রকাশের উপর এক ধরনের ‘ঠান্ডা সন্ত্রাস’ তৈরি হয়যেখানে নাগরিক নিজেই ভাবিতে শুরু করেন, কথা বলিলে বিপদ হইতে পারে।তেলঙ্গানা হাই কোর্টের রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের সিলমোহর সেই ভয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক জরুরি প্রতিরোধ। এই রায় পুলিশকে মনে করাইয়া দেয় তাহারা আইনের রক্ষক, ক্ষমতার রক্ষক নয়। একই সঙ্গে প্রশাসনকেও স্মরণ করিয়ে দেয় এফআইআর গ্রহণ বা অনুমোদন কোনও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়; তাহার সঙ্গে যুক্ত আছে সাংবিধানিক দায়িত্ব।গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য বিচার করিতে গেলে কেবল নির্বাচনের দিকেই তাকাইলে চলে না। দেখিতে হয় ভিন্নমত কতটা নিরাপদ, সমালোচনা কতটা সহনীয়। সেই পরীক্ষায় ভারতীয় গণতন্ত্র আজ নানা প্রশ্নের মুখে। এই রায় সেই প্রশ্নগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর। অন্তত আদালতের দরজায় আসিয়া নাগরিকের কণ্ঠস্বর যে এখনও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া যায়নি এই বার্তাটাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

সমালোচনা অপরাধ নয়। এই সহজ সত্যটি মনে করাইয়া দেওয়ার জন্য আদালতকে ধন্যবাদ। এখন দেখার, প্রশাসন সেই শিক্ষা কতটা গ্রহণ করে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার, দুইজন গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সাফল্য পেল পূর্ব থানার পুলিশ। এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫০০ বোতল এসকফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, দুই জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশের কাছে খবর আসে আগরতলার পশ্চিম চাম্পামুড়া এলাকার এক বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বাড়িতে হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। সাথে সুভাষ চন্দ্র দাস (৪৭) ও সমির দাস (৪০) নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

পরবর্তীতে আটক দু’জনকে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী সহ পূর্ব থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি জানান, নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই মাদক পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: আজ পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ১.১০৫ কেজি সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও তল্লাশি চালিয়ে ৫২,৭৬০ ভারতীয় টাকা এবং ৫,৯১০ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫ ও আর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৯ অনুযায়ী একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের নাম আলি হোসেন (৪৫), মরিয়ম বিবি (৪১) উভয়ের বাড়ি সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: ফের চড়িলামে চোরের দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। গতকাল গভীর রাতে চড়িলাম পরিমল চৌমুহনি এলাকায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে চোর দল চায়ের দোকানে হানা দিয়ে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়।

দোকান মালিক মাসুদ আলম জানান,আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চেন্নাই যাওয়ার কথা থাকায় তিনি দোকানে আগেভাগেই প্রয়োজনীয় মালপত্র ও নগদ অর্থ মজুত করে রেখেছিলেন। সকালে দোকানে এসে তিনি দেখেন দরজা ভাঙা এবং ভেতরের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা ও বিভিন্ন সামগ্রী উধাও।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান :‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’ নিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বিশেষ আলোচনা

নয়াদিল্লি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আর ভবিষ্যতের ধারণা নয়, এটি ইতিমধ্যেই ভারতবাসীর শিক্ষা, কাজের ধরন, পরিষেবা গ্রহণ এবং দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিচ্ছে। এই বার্তাই উঠে আসে ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ইন্ডিয়া — আস্ক আওয়ার এক্সপার্টস অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পর্বে। ওই পর্বে ‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’ নিয়ে বিশদ ও চিন্তন-উদ্দীপক আলোচনা করেন ইন্ডিয়াএআই মিশনের সিইও অভিষেক সিং।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আসন্ন ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট একটি মানুষকেন্দ্রিক মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত আলোচনাই নয়, বরং নাগরিকরা কীভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রশাসন, স্টার্টআপ, পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন, সেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এই সামিটের লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপী এআই সংক্রান্ত আলোচনাকে বাস্তব ও ব্যবহারযোগ্য ফলাফলে রূপান্তরিত করা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ ও গ্লোবাল সাউথ-এর জন্য। অভিষেক সিং বলেন, ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী এআই আলোচনাকে উদ্দেশ্য থেকে বাস্তব প্রভাবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে উদ্ভাবন, দক্ষতা ও এআই-এর সুফল সবার কাছে পৌঁছায়বিশেষত গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলিতে।

AI
IMPACT
SUMMIT
भारत 2026 INDIA

আলোচনায় তুলে ধরা হয়, কীভাবে এআই কৃষকদের ফসল পরিকল্পনায় সাহায্য করতে পারে, চিকিৎসকদের দ্রুত ও আরও নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করতে পারে, শিক্ষকদের ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষণ সরঞ্জাম দিতে পারে, ছোট ব্যবসা ও স্টার্টআপগুলিকে দ্রুত সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারে এবং চাকরিপ্রার্থীদের নতুন কর্মজীবনের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। সামিটে এই ধরনের বাস্তব ব্যবহারিক উদাহরণ তুলে ধরা হবে, যা দেখাবে যে এআই কেবল স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য নয়, বরং অন্তর্ভুক্তি, দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের হাতিয়ার।

শ্রী সিং বলেন, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জায়গা নেওয়ার জন্য নয়, মানুষকে শক্তিশালী করার জন্য। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট নাগরিকদের বোঝাতে চায় কীভাবে এআই দৈনন্দিন জীবন উন্নত করতে পারে, নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং ভারতকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে পারে।”

এআই নিয়ে প্রচলিত ভয় ও ভুল ধারণা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, এআই মানুষের ক্ষমতা বাড়ায়, মানুষকে প্রতিস্থাপন করে না। কিছু কাজের ধরন বদলালেও এআই নতুন চাকরি, নতুন দক্ষতা ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবেবিশেষ করে ভারতের যুবসমাজ, পেশাদার, গবেষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য। নাগরিকদের ভয়ের পরিবর্তে নিরন্তর শেখা, অভিযোজন ক্ষমতা ও এআই সাক্ষরতার উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য সামিট কীভাবে উপকারী হতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পথ অন্বেষণ করতে পারবে। পেশাদাররা পুনঃদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন। কৃষকরা ফসল পরিকল্পনা ও আবহাওয়া সংক্রান্ত এআই সমাধান সম্পর্কে শিখতে পারবেন। স্টার্টআপগুলি নেটওয়ার্ক, নীতিগত দিকনির্দেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ পাবে। গবেষক ও শিক্ষাবিদরা আধুনিক এআই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। নীতিনির্ধারক ও প্রতিষ্ঠানগুলি দায়িত্বশীল এআই কাঠামো সহ-নির্মাণ করতে পারবেন।আলোচনার শেষে অভিষেক সিং নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, ভারতের এআই যাত্রা তখনই সফল হবে, যখন মানুষ এআই বুঝবে, বিশ্বাস করবে এবং দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করবে। এই সামিট কেবল প্রযুক্তি নিয়ে নয়, বরং প্রতিটি ভারতীয়র জন্য কার্যকর এমন একটি এআই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্যোগ। লাইভ সেশনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দর্শকরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বিষয়গুলির সহজ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রশংসা করেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া --- আস্ক আওয়ার এক্সপার্টস সিরিজ নাগরিক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সরাসরি সংলাপের সুযোগ তৈরি করে চলেছে, যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

সেমিকন্ডাক্টর আত্মনির্ভরতায় ১,০০০ কোটি টাকার বাজেট

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ ভারতের প্রযুক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনল। বাজেটে ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম) ২.০ ঘোষণার মাধ্যমে দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর সক্ষমতা জোরদার করার স্পষ্ট নীতিগত সংকেত দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল ও শিল্প ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে চিপের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকায়, আইএসএম ২.০ ভারতের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন পর্যায়ে ২০২৬---২৭ অর্থবর্ষের জন্য ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আইএসএম ২.০-এর মূল লক্ষ্য হল ভারতে সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রপাতি ও উপকরণ উৎপাদন, সম্পূর্ণ দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর আইপি (ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি) নকশা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করা। পাশাপাশি শিল্পনির্ভর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষ কর্মশক্তি তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিকমিউনিকেশন, অটোমোবাইল, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সব ক্ষেত্রেই সেমিকন্ডাক্টর অপরিহার্য। আইএসএম ১.০-এর অধীনে ভারত ইতিমধ্যেই নকশা, ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এই অগ্রগতি ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নীতি থেকে বাস্তব উৎপাদনের দিকে দেশের অগ্রযাত্রাকে চিহ্নিত করে।

শিল্প বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর বাজারের আকার ছিল প্রায় ৩৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪---২৫ সালে তা বেড়ে ৪৫---৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০---১১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ও ‘মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর দর্শনের ভিত্তিতে ভারত নিজেকে বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে।

ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুমোদিত আইএসএম ১.০-এর আওতায় ৭৬,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা কাঠামো গড়ে তোলা হয়। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ছয়টি রাজ্যে মোট ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ১০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সিলিকন ফ্যাব, সিলিকন কার্বাইড ফ্যাব, উন্নত প্যাকেজিং এবং অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং ইউনিট।

২০২৯ সালের মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় চিপের প্রায় ৭০—৭৫ শতাংশ দেশেই নকশা ও উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আইএসএম ২.০-এর অধীনে ৩ ন্যানোমিটার ও ২ ন্যানোমিটার প্রযুক্তি নোড অর্জনের স্পষ্ট রোডম্যাপ নির্ধারিত হয়েছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ সেমিকন্ডাক্টর দেশগুলির মধ্যে স্থান করে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (ডিএলআই) স্কিমের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ২৪টি সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন স্টার্টআপকে সহায়তা করা হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলি প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। পাশাপাশি দেশীয় মাইক্রোপ্রসেসর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। সি-ড্যাকের তৈরি সম্পূর্ণ দেশীয় ৬৪-বিট মাইক্রোপ্রসেসর ধ্রুব৬৪ ভারতের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্বকে আরও মজবুত করেছে। এটি ৫জি, অটোমোবাইল, শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ ও আইওটি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ভবিষ্যৎ গড়তে মানবসম্পদ উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চিপস টু স্টার্টআপ, ফিউচারস্কিলস প্রাইম, এনআইইএলআইটি-র স্মার্ট ল্যাব এবং আন্তর্জাতিক শিল্প সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে লক্ষাধিক প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ কেবল একটি নীতি উদ্যোগ নয়, বরং ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ডিজিটাল পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ১,০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ এই যাত্রাকে গতি দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শক্তিশালী নকশা ক্ষমতা, উন্নত উৎপাদন পরিকাঠামো এবং দক্ষ কর্মশক্তির উপর ভর করে আগামী দশকে ভারত বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর মানচিত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে উঠে আসার পথে এগোচ্ছে।

শ্রমিকের সমৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি : ডা. মানসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডা. মানসুখ মান্ডভিয়া আজ ওডিশার পুরীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর সর্বভারতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের কল্যাণ, মর্যাদা ও নিরাপত্তাই জাতীয় উন্নয়ন ভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ডা. মান্ডভিয়া বলেন, শ্রম শক্তি ও যুব শক্তির জন্য কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই দুই শক্তিই ভারতের অগ্রগতির ভিত্তি এবং ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রী জানান, বিএমএস শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিকদের কল্যাণ, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশীদার হিসেবে শ্রমিকদের ক্ষমতায়নে বিএমএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিক ও শিল্প, উভয়ের সমান গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গঠনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় অপরিহার্য। এই লক্ষ্যেই সরকার শ্রম বিধি (লেবার কোডস) কার্যকর করেছে, যাতে একদিকে শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা জোরদার হয়, অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলা সহজ হয়। ডা. মান্ডভিয়া বলেন, ১৫টি অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে শ্রম বিধিকে স্বাগত জানানো, শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং ভুল তথ্য প্রতিরোধ করার জন্য বিএমএসকে অভিনন্দন জানাই। এটি দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক নেতৃত্বের পরিচয়।

তিনি শ্রম বিধির বিভিন্ন সুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ, বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ৯৪০ মিলিয়ন মানুষ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এসেছেন। ২০২৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১,০০০ মিলিয়নে পৌঁছনোর লক্ষ্য রয়েছে। তিনি আরও জানান, ইএসআইসি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা তাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

ডা. মান্ডভিয়া বলেন, ইপিএফও ও ইএসআইসি-র মজুরি সীমা বৃদ্ধি, ফ্লোর ওয়েজ নির্ধারণ এবং ইপিএস-৯৫-এর অধীনে ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমএস যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং শীঘ্রই শ্রমিকদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দেশের অগ্রগতি শ্রমিকদের কল্যাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। শ্রমিকের সমৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি। ‘নয়া ভারত’ গঠনে শ্রমিকদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকার শ্রমিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে যাবে এবং শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করা সংগঠনগুলিকে সমর্থন করবে। ডা. মান্ডাভিয়া সকল অংশীজনকে ‘নেশন ফার্স্ট’-এর চেতনায় একসঙ্গে কাজ করে ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন এবং শ্রম সংস্কার, সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে বিএমএস-এর জাতীয় সভাপতি হিরণ্ময় পাণ্ড্য, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র হিমতে, রাশিয়ার এফএনপিআর-এর চেয়ারম্যান সের্গেই চেরনোগায়েভ, আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য মা. ভাগাইয়া এবং আইএলও দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত কার্যালয়ের ওয়ার্কার স্পেশালিস্ট ইউকি ওতসুজি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সমুদ্র—আকাশ যৌথ অভিযানে আন্তর্জাতিক তেল পাচার চক্র ভাঙল ভারতীয় কোস্ট গার্ড

মুম্বই : সুপরিকল্পিত সমুদ্র—আকাশ যৌথ অভিযানে আন্তর্জাতিক তেল পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল ভারতীয় কোস্ট গার্ড (আইসিজি)। গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পরিচালিত এই অভিযানে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে আসা বিপুল পরিমাণ তেল ও তেলজাত পণ্যের অবৈধ লেনদেনে জড়িত একটি জটিল নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিজি সূত্রে জানানো হয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে তিনটি সন্দেহভাজন জাহাজকে আটক করা হয়। কোস্ট গার্ডের বিশেষ বোর্ডিং টিম জাহাজগুলিতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায়। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রনিক তথ্য যাচাই, নথিপত্র পরীক্ষা এবং নাবিকদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুরো অপরাধচক্রের কার্যপ্রণালি নিশ্চিত করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই পাচারচক্রের মূল কৌশল ছিল কম দামে তেল সংগ্রহ করে সমুদ্রগামী জাহাজে বহন করা এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাঝসমুদ্রে মোটর ট্যাঙ্কারে স্থানান্তর করা। এতে উপকূলবর্তী দেশগুলির ভারতসহ বিপুল শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হচ্ছিল। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, এই চক্রে একাধিক দেশের হ্যান্ডলার যুক্ত ছিল, যারা সমুদ্রের মধ্যেই জাহাজ থেকে জাহাজে তেল স্থানান্তরের পুরো প্রক্রিয়া সমন্বয় করত।

কোস্ট গার্ডের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রথম এই কার্যকলাপ ধরা পড়ে। ভারতীয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড)-এর মধ্যে একটি মোটর ট্যাঙ্কারের সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্ত হয়। পরে ডিজিটাল তদন্ত ও জাহাজ চলাচলের ডেটা বিশ্লেষণ করে আরও দুটি জাহাজের সন্ধান মেলে, যেগুলি ওই ট্যাঙ্কারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং অবৈধ ‘শিপ-টু-শিপ’ তেল স্থানান্তরে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি শারীরিকভাবে জাহাজে উঠে ডিজিটাল প্রমাণ যাচাইয়ের পর তিনটি জাহাজই আটক করা হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই জাহাজগুলি প্রায়ই নিজেদের পরিচয় পরিবর্তন করত, যাতে সামুদ্রিক আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়ানো যায়। তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, জাহাজগুলির মালিক বিদেশি নাগরিক বা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।আটক জাহাজগুলিকে পরবর্তী তদন্তের জন্য মুম্বই বন্দরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। এরপর প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থার জন্য সেগুলি ভারতীয় কাস্টমস ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, আধুনিক ডিজিটাল নজরদারি ও সমুদ্রে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির মাধ্যমে পরিচালিত এই অভিযান আবারও প্রমাণ করল যে ভারত সামুদ্রিক ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল নিরাপত্তা প্রদানকারী দেশ এবং সমুদ্রে আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থার এক দৃঢ় প্রয়োগকারী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত বস্ত্রদান অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

পুরাতন আগরতলার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মীদের পাশে লংতরাই, মানবিক সহায়তা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: গত ২৬শে জানুয়ারি ২০২৬, পুরাতন আগরতলাস্থিত আউটপোস্টে এক আকস্মিক ও হৃদয়বিদারক অগ্নিকাণ্ডে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন এক নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যায়। উক্ত দুর্ঘটনায় একটি কক্ষ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে সেখানে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের ইউনিফর্ম সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু ব্যক্তিগত সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। যা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

এই কঠিন ও সংকটময় সময়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোকে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে লংতরাই এক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়।

শুক্রবার বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশ সদস্যদের হাতে প্রয়োজনীয় ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা পুনরায় স্বাভাবিক জীবন ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করতে পারেন।

অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি দান কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সংহতি এবং দুর্যোগকালে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।সমাজের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ কর্মীরা আমাদের নীরব প্রহরী। তাঁদের জীবনে কোনো বিপর্যয় এলে তা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতিই নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক স্থিতির ওপরও প্রভাব ফেলে।

সেই উপলব্ধি থেকেই জানা যায় লংতরাই সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া বরাবর দেখা গেছে, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদের কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভবিষ্যতেও যে কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

মানবিক উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিলেন লংতরাই-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রতন দেবনাথ এবং জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত দেবনাথ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা।

নিখোঁজ সংবাদ

Ref-Bishalgarh Women PS G.D Entry No– Dated. 31.2026

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রীমতী বুল্টি বেগম (২৭), স্বামী- আলাল মিয়া,সাং- পশ্চিম লক্ষ্মীবিল, মুরাবাড়ি, থানা- বিশালগড়, জেলা- সিপাহীজলা ত্রিপুরা বয়স- ২৭ বছর, উচ্চতা- ৪ ফুট, গায়ের রং- ফর্সা, পড়নের পোশাক - কালো চুড়িদার।উক্ত মহিলাটি গত ২৯-০১-২০২৬ ইং তারিখে আনুমানিক ০২.০০ ঘটিকায় হইতে নিখোঁজ।

- উপরিউক্ত নিখোঁজ এই মহিলাটির সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

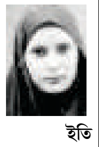

যোগাযোগের ঠিকানা :
গ্ন পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :- ৬০০৯৪২০৬০৪ ৯৪০২৫৭৩৯২২
(এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা) (ও.সি.বিশালগড় মহিলা থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ

ICA/D-1940/26

তৃতীয় খোয়াই জেলাভিত্তিক সরস মেলা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই সুভাষ পার্ক সংলগ্ন চৈত্র মেলা গ্রাউন্ডে আজ তিনদিন ব্যাপী খোয়াই জেলাভিত্তিক তৃতীয় সরস মেলা শেষ হয়েছে। সন্ধ্যায় সমাপনি অনুষ্ঠানে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এর জন্য বদ্ধ পরিকর। প্রধান মন্ত্রীর স্লোগান ভোকাল ফর লোকাল কে সামনে রেখে নারীরা দেশের বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন সরস মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সশক্তিকরণ। আগে যারা গৃহিনী ছিলেন তারা তাদের প্রতিভা ব্যবহার করে আজ লাখপতি দিদিতে পরিণত হয়েছেন। এতে করে প্রতিটি পরিবার আত্মনির্ভর ও স্বরোজগারী হয়ে উঠছে।

মেলায় আরও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজার (টি আর এল এম) অভেদানন্দ বৈদ্য প্রমুখ। মঞ্চে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিঙ্কু ভট্টাচার্য, পদ্মবিল ব্লকের বি ডি ও অমিত জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস।

মেলায় তুলাশিখর আরডি ব্লকের স্ব-সহায়ক দলের দ্বারা প্রস্তুত মিলেটের তৈরি বিভিন্ন প্রডাক্ট প্রদর্শন করা হয়। মঞ্চে দুইজন লাখপতি দিদি মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের শর্মিলা দেববর্মা এবং কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের রুমা দাস সূত্রধর স্ব-সহায়ক দল গঠন করে তাদের আত্মনির্ভর হওয়ার সাফল্য কাহিনী উপস্থিত সকলের সাথে ভাগ করে নেন। মেলায় বিভিন্ন দপ্তর, স্ব-সহায়ক দল মিলে মোট ৫০ টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছিল। অতিথিরা তা ঘুরে দেখেন।

তিলথৈ-এ সাফল্যের নতুন দিগন্ত: পিসিআই-এর চূড়ান্ত অনুমোদন পেল 'আর্যবর্ত স্কুল অফ ফার্মেসি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্র, বিশেষ করে ফার্মেসি শিক্ষার প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল উত্তর ত্রিপুরা। তিলথৈ-এ অবস্থিত আর্যবর্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন 'আর্যবর্ত স্কুল অফ ফার্মেসি' ডি.ফার্ম ও বি.ফার্ম কোর্স পরিচালনার জন্য ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-এর চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

ক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সাফল্যের খবর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাপ্ত এই অনুমোদন উত্তর ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাড়ির কাছেই মানসম্মত ফার্মেসি শিক্ষা গ্রহণের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক অনুমোদন পেয়েছিল, যেখানে ডি.ফার্ম ও বি.ফার্মউভয় কোর্সেই ৬০টি করে আসন নির্ধারিত ছিল। পিসিআই-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি.ফার্ম কোর্সে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করা হয়েছে। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষে ডি.ফার্মে ৬০ জন এবং বি.ফার্মে ১০০ জন শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আর্যবর্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান রোমেন কুমার রোশন, রেজিস্ট্রার ডঃ রুমা কৈরী, ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্লাবন দেব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চন্দন কুমার দেবনাথ এবং ফার্মা ফ্যাকাল্টির প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ নির্মল্য গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ দাস ও নিরুপম নাথ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই অনুমোদনের ফলে স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা বিশ্বমানের ফার্মেসি শিক্ষার সুযোগ পাবেন এবং দক্ষ ফার্মাসিস্ট তৈরির মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সুদৃঢ় হবে। এই খবরে উত্তর ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ ফেব্রুয়ারি: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে গত ৪ ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ চোখের ছানি অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচিতে এদিন উক্ত চোখের ছানি অস্ত্রোপচার শিবিরে নয় জন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ বয়সের কারণে বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যার ফলে চোখের ছানি পরা সমস্যাতে ভুগেন। চোখের ছানি পরা রোগীদের জন্য এই শিবিরটি ছিল একটি আশার আলো। জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচির অধীনে এদিনের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। এই অস্ত্রোপচার শিবিরটি পরিচালনা করেন জেলার চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। উক্ত অস্ত্রোপচারে ছিলেন ঊনকোটি জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচির অধীন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ দেবল কিশোর পাল এবং ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ প্রতিম চন্দ্র কর। উক্ত অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ চক্ষু রোগীদের চোখের ছানি দূর করে কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করেন। অস্ত্রোপচারের পর রোগীরা তাঁদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা পুনরায় ফিরে পেয়ে আনন্দিত। এই অস্ত্রোপচারে অংশগ্রহণ করেন নার্সিং অফিসার সাথী সেন, দেবী দাস সহ অস্বাস্থ্যকর্মী তোকন লাল চক্রবর্তী ও স্বপন কুমার শীল এবং ঊনকোটি জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচির কর্মী দিবাকর সরকার। অস্ত্রোপচারের পরের দিন তাদের সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। দীর্ঘ দিনের চোখের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রত্যেক রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ ঊনকোটি জেলা অন্ধত্ব নিবারণ কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নিয়মিত বেতন না পেয়ে ক্ষুব্ধ সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা, আট জেলায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: সর্বশিক্ষা অভিযানে নিযুক্ত শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মাসের পর মাস বেতন বিলম্বিত হওয়া ও হয়রানির অভিযোগ তুলে অবিলম্বে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সারা রাজ্যের আটটি জেলায় একযোগে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা।জানা গেছে, প্রতিমাসে বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা ও বিলম্বের কারণে শিক্ষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আজ রাজ্যের আটটি জেলার প্রত্যেক জেলা শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম জেলার সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা কুঞ্জবনস্থিত পশ্চিম জেলার জেলা শিক্ষা অধিকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন।ডেপুটেশন প্রদানকালে শিক্ষকরা স্পষ্টভাবে জানান, অবিলম্বে সর্বশিক্ষা অভিযানে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত ও সময়মতো বেতন প্রদান না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন তারা। এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বশিক্ষার শিক্ষক মহলে আপাতত অপেক্ষার মনোভাব থাকলেও, দ্রুত সমাধান না হলে ক্ষোভ আরও বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে।

১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করতে সিপিআই(এমএল)-এর শহরে বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকে ঘোষিত দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার দাবিতে সিপিআই(এমএল)-এর উদ্যোগে আজ আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন মিছিলটি আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। মিছিল চলাকালীন দলের কর্মী ও সমর্থকরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এমএল)-এর নেতা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের বৃদ্ধি, শ্রম আইন সংশোধন এবং সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী, নারীবিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় প্রণীত।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য এই ধর্মঘট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের স্বার্থে সকলকে ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

নেশা—জুয়া—দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে প্রজন্ম বাঁচানোর ডাক, দ্বিতীয় দফার কর্মসূচি ঘোষণা ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: একটি নিশ্চিত, সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নেশা, জুয়া, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে প্রজন্ম বাঁচানোর ডাক দিল ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ। শুক্রবার ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠন দু'টির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দফায় এই সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত, দিনক্ষণ ও কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে এই আন্দোলনকে ঘিরে একটি বিশেষ থিম সং প্রকাশ করা হয়।

থিম সংটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী স্বপন নন্দী ও নবীন প্রজন্মের চিকিৎসক সৌরভ দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে, যার মূল লক্ষ্য সমাজ থেকে নেশা ও কুসংস্কার দূর করে সুস্থ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে রাজধানীর ড্রপ গেট এলাকার বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হবে। এই পদযাত্রা শেষ হবে উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে ক্ষুদিরাম বসু ও সূর্যসেনের মূর্তির পাদদেশে। পদযাত্রার সূচনা করবেন প্রাক্তন রঞ্জি খেলোয়াড় অরূপ দেববর্মা।

ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ নেতৃত্ব জানান, এই পদযাত্রা ও সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজকে নেশা ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে এবং একটি সুস্থ, প্রগতিশীল ত্রিপুরা গড়ার বার্তা জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে।

Notice Inviting Quotation (NIO)

Notice Inviting Quotation (NIQ) is sought for hiring vehicle for MRHRU Kherengbar Hospital Complex, Khumulwng, Tripura. Interested bidders may check the official AGMC Website: http://agmc.ac.in for further information and bid submission.

Member Secretary MRHRU-TRIPURA
Dr Subrata Baidya
Prof. & HOD
Department of Community Medicine Agartala Government Medical College Member Secretary MRHRU

ICA/C-4189/26

The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD(WR), Kunjaban, Agartala, West Tripura invites sealed tenders vide PNIT No.15/EE/WRID/AGT/2025-26,Dated 30th January, 2025(Memo No. F.No.1(14)/EE/WRID/TECH/4295-433 Dated: 30/01/2026 for hiring of Mahindra & Mahindra Bolero/ Scorpio (Petrol/Diesel) in FORM 8 (eight) for the work:

"Hiring of 1 (one) no. "M&M Bolero/ Scorpio" (BS-VI) commercial Petrol/Diesel vehicle model not earlier than 2023 along with Driver for the use of the Nodal Officer, 1st Census of Major & Medium Irrigation Projects, 1st Census of Springs, 7th MI Census & 2nd census of Water Bodies, PWD(WR), Kunjaban, Agartala for the year 2025-26".

DNIT. NO.12/EE/WRID/AGT/2025-26 Estimated Cost: Rs 2,87,040.00/Earnest Money: Rs. 5741.00

Time for Completion: 06 (six) months

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 30th January, 2026 at 3.00 PM to 13/02/2026 at 3:00 PM and Last Date of receipt of application: up to 3:00 PM on 12/02/2026.Last date of dropping of tenders is 16/02/2026 up to 3:00pm and Sealed Tenders will be opened at 3:30 PM on 16/02/2026, if Possible. Detailed tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala at any working Days.

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er.M. Majumder)
Executive Engineer,
Water Resource Investigation Divisison
Kunjaban, Agartala.

ICA/C-4174/26

NOTIFICATION

In continuation of earlier Notification No. F.2 (1-256)-DHS/ESTT/2022, dated 05/02/2026 of the Directorate of Health Services regarding engagement of 100 (one hundred) Nursing Officers on contract basis for a period of 11 (eleven) months under the Health & Family Welfare Department, Government of Tripura, the schedule of viva voce along with second list of more 104 candidates, in addition to first list of 552 candidates,who come into zone of consideration on the basis of common merit list at the ratio 1:5 is published in departmental website www.health.tripura.gov.in.

Date of Interview	Reporting Time	Interview Time	Sl. No		Venue
			From	To	
20/02/2026	10:30 PM 1:30 PM	11:00 to 1:00 PM 2:00 PM to 4:00 PM	UR-273 SC-94	UR- 336 SC-133	Conference Hall, Agartala Govt. Nursing College Buiding, IGM Hospital Complex,Agartla

Selected candidates are requested to go through the instructions uploaded in the said website carefully before appearing in the interview. Selected candidates should report in the interview venue according to scheduled reporting time.

(Dr. Debasri Debbarma)
Director of Health Services
Government of Tripura

ICA/D-1935/26

PRESS NOTICE INVITING eTENDER No: 35/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Two bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	Name of work	e-DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Construction of New Deputy Director of Horticulture Office Complex (Ground Floor) at Kumarghat, Unakoti District (Balance Work)	72/SE/AGRI/ EE(NORTH)/2025-26	53,10,872	1,06,217

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 13/02/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 13/02/2026 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.

For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-4170/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-27/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 05/12/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No:98/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,66,998.00	19,340.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No:99/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,70,400.00	19,408.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
3	DNIe-T No:100/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,57,794.00	19,331.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
4	DNIe-T No:101/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,61,779.00	19,236.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
5	DNIe-T No:102/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,70,712.00	19,414.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
6	DNIe-T No:103/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,70,647.00	19,412.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
7	DNIe-T No:104/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,70,819.00	19,416.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
8	DNIe-T No:105/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,54,497.00	19, 089.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
9	DNIe-T No:106/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,59,577.00	19,192.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
10	DNIe-T No:107/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2025-26	9,68,946.00	19,379.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 05/02/2026 at 15.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-13/02/2026 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 13/02/2026 at 15.30 hours.

This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania
Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-4183/26

শনিবার আগরতলায় মুসলিম ধর্মপ্রাণদের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে গ্লোবাল টিচার প্রাইজ ২০২৬ জিতলেন ভারতীয় শিক্ষিকা রুবল নাগি

নয়াদিল্লি : ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে গ্লোবাল টিচার প্রাইজ ২০২৬ অর্জন করলেন ভারতীয় শিক্ষিকা রুবল নাগি। জিইএমএস এডুকেশন-এর উদ্যোগে দশম বর্ষে প্রদত্ত এই সম্মানজনক পুরস্কারের সঙ্গে তিনি লাভ করেন ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার অর্থ। দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম রুবল নাগির হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনব ও প্রভাবশালী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রুবল নাগিকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। অবহেলিত ও পরিত্যক্ত দেওয়ালকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন ইন্টারঅ্যাকটিভ শিক্ষামূলক দেওয়ালে, যেখানে শিশুদের পড়া, লেখা ও অঙ্কের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখানো হয়। গত দুই দশকে শিল্পকলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তিনি এক মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৩৯টি দেশ থেকে প্রাপ্ত ৫,০০০-এরও বেশি মনোনয়ন ও আবেদনকারীর মধ্য থেকে রুবল নাগিকে নির্বাচিত করা হয়।

রুবল নাগি আর্ট ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে তিনি সারা ভারতে ৮০০-রও বেশি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্রগুলি ১০০টিরও বেশি স্বল্প আয়ের বসতি ও গ্রামে নিরাপদ ও অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। স্কুলছুট শিশুদের জন্য এই কেন্দ্রগুলি কাঠামোবদ্ধ শিক্ষার সূচনা করে এবং ধীরে ধীরে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনে। পাশাপাশি স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য রিমেডিয়াল শিক্ষা, মানসিক সহায়তা এবং সৃজনশীল কার্যক্রমও চালু রয়েছে।

'লিভিং ওয়ালস অব লার্নিং' বা শেখার জীবন্ত দেওয়াল এই ধারণাই রুবল নাগির কাজের মূল ভিত্তি। পরিত্যক্ত দেওয়ালকে তিনি খোলা শ্রেণিকক্ষে রূপান্তরিত করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে শিশুদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেন। এ পর্যন্ত ৬০০-রও বেশি শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবককে তিনি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যা শিশুদের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে একটি বিস্তৃত ও কার্যকর মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে।

তার উদ্যোগে স্কুলছুটের হার ৫০ শতাংশেরও বেশি কমেছে এবং দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষায় টিকে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থ তিনি একটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে বিনামূল্যে পেশাগত দক্ষতা ও ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও যুবকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্য রয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্লোবাল টিচার প্রাইজ জিইএমএস এডুকেশন-এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় এবং ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট চলাকালীন ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ভার্কি ফাউন্ডেশন এই পুরস্কারের আয়োজন করে। শিক্ষাদানে অসাধারণ অবদানের জন্য বিশ্বজুড়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মানিত করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

সরকারের পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও জলাভূমি সংরক্ষণে উদ্যোগে কাশ্মীরে বেড়েছে পরিযায়ী পাখির সমাগম

শ্রীনগর : জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ জোরদার করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে জলাভূমি ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ায় কাশ্মীর আবারও পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। জলাভূমি পুনরুদ্ধার, জল ব্যবস্থাপনার উন্নতি, অবৈধ শিকার দমন এবং টেকসই পর্যটনকে উৎসাহিত করার সরকারি উদ্যোগ কাশ্মীরকে প্রকৃতিপ্রেমী ও পাখি পর্যবেক্ষকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে, বিশেষত শীতকালীন মরশুমে।

এই প্রেক্ষাপটে, চলতি শীতেও হোকারসর, হাইগাম, পাম্পোর ও বান্দিপোরার মতো জলাভূমিতে হাজার হাজার পরিযায়ী বা 'অতিথি' পাখির আগমন ঘটেছে। প্রতি বছর নভেম্বর মাস থেকে সাইবেরিয়া, রাশিয়া, চিন, উত্তর ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই পাখিরা হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় আসে এবং প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস এখানকার শীতল জলাভূমিতে অবস্থান করে। এতে উপত্যকার হ্রদগুলিতে রং, প্রাণ ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রাকৃতিকভাবে জলফল, ভেষজ উদ্ভিদ ও পোকামাকড়ই পাখিদের খাদ্য হলেও, বিশেষ করে হোকারসরে জলাভূমি কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করে যাতে পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

বন্যপ্রাণ দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সাধারণত ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে প্রায় তিন মাস ধরে চলে পরিযায়ী পাখির মরশুম। এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ পাখি কাশ্মীরে আসে। জলাভূমিতে উপযুক্ত জলস্তর বজায় রাখা এবং অবৈধ শিকার রোধ করা বড় চ্যালেঞ্জ। এসব মোকাবিলায় বিশেষ টিম গঠন করে নিয়মিত টহল চালানো হচ্ছে এবং ধারাবাহিক নজরদারির মাধ্যমে পাখিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা হচ্ছে।অক্টোবর থেকেই কাশ্মীরের জলাভূমিগুলি ধীরে ধীরে পাখির কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে এবং ফেব্রুয়ারিতে পাখির সংখ্যা সর্বাধিক হয়। উপত্যকার নয়টি প্রধান বিশ্রামস্থলের মধ্যে হোকারসর, হাইগাম, পাম্পোর ও বান্দিপোরার মতো এলাকায় পরিযায়ী পাখির আগমন দেখা যায়, তবে হোকারসরেই সবচেয়ে বেশি পাখি আসে। দীর্ঘ যাত্রাপথে এটি পাখিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরতি কেন্দ্র ও শীতকালীন আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীদের মতে, এই প্রাকৃতিক দৃশ্য কাশ্মীরের সৌন্দর্যের এক অনন্য ও প্রায় উপেক্ষিত দিক তুলে ধরে। তাঁদের বিশ্বাস, পরিযায়ী পাখিকেন্দ্রিক উদ্যোগ কাশ্মীরকে শুধু গুলমার্গ, পহেলগাম বা ডাল লেকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে নতুন পরিচয় দিচ্ছে। সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম জলাভূমিকে অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও পরিবেশগত পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপলব্ধি করছে।বন্যপ্রাণ দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, গোটা মরশুম জুড়ে বিশেষ দল পরিযায়ী পাখি ও তাদের আবাসস্থল রক্ষায় কাজ করে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে বড় আকারে পাখি গণনা করা হয়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বিভিন্ন জলাভূমি মিলিয়ে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ পাখির উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে। হোকারসর, ডাল লেক ও উলার লেকের মতো এলাকায় কড়া নজরদারি রাখা হয়, প্রয়োজনে অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়।মাঠপর্যায়ে কর্মরত বন্যপ্রাণ কর্মীরা জানান, সাধারণত অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত পরিযায়ী পাখিরা কাশ্মীরে থাকে এবং এই সময়েই তাদের খাদ্য সংগ্রহ, বিশ্রাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জলাভূমিতেই সম্পন্ন হয়। তাঁদের মতে, এই পাখিদের উপস্থিতি হোকারসরের মতো হ্রদগুলিকে আরও জীবন্ত ও মনোরম করে তোলে। পরিযায়ী পাখি রক্ষাকে তারা কর্তব্য ও গর্ব উভয় হিসেবেই দেখেন।

ইএসএসই—২০২৫-এ 'নেগেটিভ মার্কসের ভিত্তিতে নিয়োগ' সংক্রান্ত প্রতিবেদন খারিজ নেস্টসের, দাবি বিভ্রান্তিকর বলে জানাল সংস্থা

নয়াদিল্লি : একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল (ইএমআরএস)-এর স্টাফ সিলেকশন এক্সামিনেশন (ইএসএসই)---২০২৫ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কম বা নেগেটিভ নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নির্বাচনের দাবি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনকে বিভ্রান্তিকর ও তথ্যভিত্তিহীন বলে খারিজ করল ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (নেস্টস)। উল্লেখ্য, নেস্টস কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

টিয়ার—১ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর জারি করা এক বিবৃতিতে নেস্টস জানায়, ইএসএসই---২০২৫ একটি দ্বিস্তরীয় (টু-টিয়ার) নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং টিয়ার—১ কেবলমাত্র স্ক্রিনিং ও যোগ্যতা নির্ধারণের পর্যায়, চূড়ান্ত নিয়োগের ভিত্তি নয়। ইএসএসই---২০২৫ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশজুড়ে একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলগুলিতে ৭,২৬৭টি শিক্ষক ও অশিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

নেস্টস জানায়, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই) কর্তৃক আয়োজিত টিয়ার---১ পরীক্ষা শুধুমাত্র টিয়ার—২ পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতিটি পদের জন্য ১:১০ অনুপাতে প্রার্থীদের টিয়ার---২-এর জন্য নির্বাচিত করা হয় এবং কাট-অফ নির্ধারিত হয় পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে, নিয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে নয়।

সংস্থাটি ব্যাখ্যা করে জানায়, নেগেটিভ মার্কিংসহ সম্পূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি ইএসএসই—২০২৫ বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। স্ক্রিনিং পর্যায়ে কম বা নেগেটিভ কাট-অফ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের আপেক্ষিক পারফরম্যান্সের প্রতিফলন, এর অর্থ নিয়োগ মানদণ্ড শিথিল করা বা চূড়ান্ত নির্বাচন নয়।

নেস্টস জোর দিয়ে জানায়, চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে টিয়ার—২ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। টিয়ার---২ একটি বিষয়ভিত্তিক ও মূল্যায়নমূলক পরীক্ষা এবং কিছু পদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ইন্টারভিউও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রিন্সিপাল পদের জন্য প্রার্থীদের টিয়ার—২ পরীক্ষা ও ইন্টারভিউউভয় ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হতে হয়, যাতে পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।

সংস্থাটি আরও জানায়, টিয়ার—২ পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতামূলক নম্বর অর্জন করা বাধ্যতামূলকসাধারণ শ্রেণির জন্য ৩০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য ২৫ শতাংশ। এই ন্যূনতম নম্বর না পেলে, টিয়ার—১-এর ফলাফল যাই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট প্রার্থী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

বেতন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে নেস্টস স্পষ্ট করে জানায়, উল্লিখিত বেতনক্রমগুলি সরকারি মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার পরেই তা প্রযোজ্য হবে। ইএসএসই---২০২৫ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিয়মনিষ্ঠ ও মেধাভিত্তিক বলে পুনরায় উল্লেখ করে নেস্টস সংবাদমাধ্যমগুলিকে প্রকাশের আগে তথ্য যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

নিরাপদ রেলপথের পথে: কাভাচ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ভারতীয় রেলের নিরাপত্তায় নতুন যুগ

নয়াদিল্লি : ভারতের প্রতিটি রেলযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক নীরব বিশ্বাস, যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছবেন। বিশ্বের ব্যস্ততম রেল নেটওয়ার্কগুলির একটি হিসেবে ট্রেনের গতি ও যান চলাচলের ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসকে আরও মজবুত করতে নীরবে কিন্তু গভীর পরিবর্তনের পথে হাঁটছে ভারতীয় রেল। এই রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা 'কাভাচ', যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-ভিত্তিক একাধিক আধুনিক নিরাপত্তা ও নজরদারি প্রযুক্তি।

এই প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই চোখে পড়ছে। রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা ২০১৪-১৫ সালে ১৩৫ থেকে কমে ২০২৪-২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১-এ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (নভেম্বর পর্যন্ত) তা আরও কমে হয়েছে মাত্র ১১। আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরবচ্ছিন্ন নজর এবং নিরাপত্তা পরিকাঠামোয় ধারাবাহিক বিনিয়োগকেই এই সাফল্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রেল মন্ত্রক।

রিসার্চ ডিজাইনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (আরডিএসও) কর্তৃক উন্নত কাভাচ একটি রিয়েল-টাইম অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (এটিপি) ব্যবস্থা। মানবিক ত্রুটি, সিগন্যাল অমান্য, অতিরিক্ত গতি ও সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাই এর মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক রেল নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মানদণ্ডগুলির একটি সেফটি ইন্টিগ্রিটি লেভেল-৪ (এসআইএল-৪) শংসাপত্রপ্রাপ্ত এই ব্যবস্থা লোকো পাইলটদের কেবিনের ভেতরেই গতি, চলাচলের অনুমতি, অবশিষ্ট দূরত্ব ও সিগন্যাল সংক্রান্ত তথ্য দেখায়, ফলে ১২০ কিমি/ঘণ্টার বেশি গতিতেও নিরাপদ পরিচালনা সম্ভব হয়।

কোনও ট্রেন বিপজ্জনক সিগন্যালের দিকে এগোলে, অনুমোদিত গতির বেশি চললে বা সংঘর্ষের সম্ভাবনাযুক্ত পথে প্রবেশ করলে কাভাচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে। এর ফলে 'সিগন্যাল পাসিং অ্যাট ডেঞ্জার' (এসপিএডি) ও মুখোমুখি সংঘর্ষ কার্যত রোধ করা যায়। বর্তমানে ২,২০০ কিলোমিটারেরও বেশি রুটে কাভাচ চালু হয়েছে। এর মধ্যে কাভাচ ৪.০ সংস্করণ ১,৩০৬.৩ রুট কিলোমিটার জুড়ে পাঁচটি রেল জোনে কার্যকর হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লি—মুম্বই ও দিল্লি—হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ করিডর রয়েছে।

ভারতীয় রেলের প্রায় ৯৬ শতাংশ ট্র্যাফিক হাই-ডেনসিটি ও হাইলি ইউজড নেটওয়ার্ক রুটে চলে। তাই এই রুটগুলিতে নিরাপত্তা উন্নয়ন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রথম পর্যায়ে উচ্চ গতি ও ঘন ট্র্যাফিকযুক্ত অংশে, পরে অন্যান্য ব্যস্ত যাত্রী রুটে কাভাচ চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এক মাসেই ৪৭২.৩ রুট কিলোমিটারে কাভাচ ৪.০ চালু করে নতুন নজির গড়েছে ভারতীয় রেল। পাশাপাশি আরও ২,৬৬৭ রুট কিলোমিটারে কাজের অনুমোদন মিলেছে এবং বাস্তবায়ন চলছে।

আগামী দিনে শহরতলি রুটের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা কাভাচ ৫.০ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, যা ট্রেনের মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতের বন্দে ভারত ৪.০ ট্রেনগুলিতেও এই উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি ভাবা হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত রূপান্তরের পেছনে রয়েছে আর্থিক প্রতিশ্রুতির জোর। রেল নিরাপত্তায় ব্যয় ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ছিল ৩৯,২০০ কোটি টাকা, তা বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে পৌঁছেছে ১.১৭ লক্ষ কোটি টাকায়।

কাভাচের পাশাপাশি এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ ও রিয়েল-টাইম নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সেন্সিং প্রযুক্তিভিত্তিক এআই ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি শনাক্ত করতে সাহায্য করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ১৪১ রুট কিলোমিটারে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং আরও প্রায় ১,০০০ কিলোমিটারের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। স্টেশনগুলিতে ১,৭০০-রও বেশি স্থানে এআই-ভিত্তিক ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। রোলিং স্টক ও ট্র্যাকের ত্রুটি আগেভাগে ধরতে মেশিন ভিশন, হুইল ইমপ্যাক্ট ডিটেক্টর ও স্বয়ংক্রিয় পরিদর্শন ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। ডিজিটাল ভিএইচএফ রেডিও, দীর্ঘ সুড়ঙ্গে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ৬৭,০০০ কিলোমিটারের বেশি অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, ফগ সেফটি ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ও আধুনিক ট্র্যাক মনিটরিং ব্যবস্থা মিলিয়ে রেল পরিচালনার নিরাপত্তা আরও সুসংহত হয়েছে।২০১৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া কাভাচ আজ জাতীয় স্তরে বিস্তৃত এক সুরক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এআই-নির্ভর নজরদারি ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রযুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ভারতীয় রেল গড়ে তুলছে এক আধুনিক ও সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো। এর ফলে যাত্রী ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো রক্ষা, শহরতলি পরিবহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রেল ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর রেল ব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছেযেখানে প্রতিটি যাত্রা যেমন অপরিহার্য, তেমনই নির্ভরযোগ্য।

গুজরাটে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বড় উদ্যোগ: ১৪টি নতুন এমআরআই মেশিন সংযোজন, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ৩৪৮ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা

গান্ধীনগর/খেড়া: স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আঞ্চলিক উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করতে গুজরাটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার রাজ্যে ১৪টি অত্যাধুনিক এমআরআই মেশিন সংযোজনের পাশাপাশি খেডা জেলায় ৩৪৮ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

নতুন সংযোজিত প্রতিটি এমআরআই মেশিন ১.৫ টেসলা প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং প্রতিটির মূল্য ১২.৭৫ কোটি টাকা। মোট ১৭৮.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কেনা এই মেশিনগুলি রাজ্যের বিভিন্ন জিএমইআরএস ও সিভিল হাসপাতালে স্থাপন করা হবে। হাসপাতালগুলি হলধারপুর, ভাদনগর, ভলসাদ, জুনাগড়, নাভসারি, রাজপিপলা, গোধরা, পোরবন্দর, মোরবি, আহমেদাবাদ, সুরত, ভদোদরা, জামনগর ও ভিসনগর।

এই উন্নত এমআরআই মেশিনগুলির মাধ্যমে দ্রুত, নির্ভুল ও উচ্চমানের রোগ নির্ণয় পরিষেবা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে।

একই দিনে নতুন ফাগভেল তালুকা গঠনের প্রেক্ষিতে খেডা জেলায় ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে ২৩৪ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের ১৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয় এবং ১১৩ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে ১৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। প্রকল্পগুলির আওতায় রয়েছে সেচ, জল সরবরাহ, সড়ক, ভবন নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পশুপালন সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন।

ফাগভেলে বীর ভাথিজি মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, "ফাগভেল বীরত্ব ও ভক্তির ভূমি, যা শুধু গুজরাটেই নয়, সারা ভারতেই পরিচিত। ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই পবিত্র ভূমি থেকেই গুজরাট গৌরব যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজ তাঁর নেতৃত্বে সেই উন্নয়নের যাত্রা বিশ্বমুখী হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গ্রামোত্থান যোজনার অধীনে পুরসভা নয় এমন ১১৪টি গ্রামে শহরস্তরের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। শীঘ্রই ১০ হাজারের বেশি জনসংখ্যার বড় গ্রামগুলিকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ফাগভেল তালুকা সার্ভিস সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দ হয়েছে এবং এক বছরের মধ্যেই নাগরিকরা আধুনিক প্রশাসনিক পরিষেবা পাবেন।" মন্ত্রিসভার সদস্য রমন সোলাঙ্কি এই দিনটিকে ফাগভেলের জন্য "উন্নয়নের নতুন ভোর" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সেচ, জল সরবরাহ ও গ্রামীণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি এলাকার সার্বিক রূপান্তর ঘটাবে এবং জনকল্যাণে বড় ভূমিকা নেবে। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী সঞ্জয়সিং মহিদা বলেন, একসময় খেডা জেলা তামাক বা 'গোল্ডেন লিফ' উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বে এই জেলা সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।অনুষ্ঠানে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, পুরসভা প্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে।

করণীয়

প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন

১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ।আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণছবি: পেক্সেলস

২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতেহবে যে হাড় ভেঙেছেকিনা।যদি হাড়ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না।

৩. রক্ত জমাটবাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে।

৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়েএবং জমাটবাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না।কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতেহয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

কিছুকিছু রোগ আছে, যেগুলোতে সহজে রক্তক্ষরণ হয়। এ ধরনের রোগে অল্প ব্যথাতেই ত্বক নীল হয়ে যায়। অনেক সময় সেটি বড় আকার ধারণ করে। মেডিকেলের ভাষায়, এটি ব্রুইজ, একাইমোসিস নামে পরিচিত। এ ধরনের রক্তক্ষরণের নমুনা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকেরশরণাপন্ন হতেহবে।অনেকে রক্ত পাতলা করার বা তরল রাখার ওষুধ খান, যেমন ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিন। এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বেশি রক্তপাত হতে পারে। এমনটা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা
SAMYUKTA KISAN MORCHA

শনিবার আগরতলায় সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মহিলাদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচারকে কেন্দ্র করে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ফেব্রুয়ারি: মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলা এবং টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচারকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।আগরতলার গোর্খা স্থিত সেক্রেটারি অফিস প্রাঙ্গনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। আলোচনার মূল বিষয় ছিলকীভাবে হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচার শিল্পকে আরও সংগঠিত ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায় এবং নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা যায়।

সূত্রের খবর, বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামীণ ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ সম্প্রসারণের উপর। দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই দুই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কীভাবে যুক্ত করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়।বৈঠক শেষে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, “হ্যান্ডলুম এবং সেরিকালচারকে কেন্দ্র করে মহিলাদের আত্মনির্ভর করার একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই রিভিউ বৈঠকে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।”মন্ত্রী আরও জানান, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে, তেমনই রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলিও নতুন প্রাণ ফিরে পাবে।

সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ফেব্রুয়ারি: ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখ অতিক্রান্ত। এরপরেও বেতন না হওয়ায় সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলেন সর্বশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকারা। শুক্রবার বেলা দুইটায় বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যাজ্যোতি স্কুল কমপ্লেক্স-র মধ্যে সিপাহীজলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসে বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন সর্বশিক্ষা শিক্ষকরা।

সিপাহীজলার প্রায় ১৫০জন সর্বশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকারা একত্রিত হয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে তাদের বেতন দাবি করেছেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সর্বশিক্ষা সংগঠনের নেতৃত্ব তাপস পাল জানান এই মাসে তাদের বেতন হয়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসেও তাদের বোতন নির্ধারিত সময়ে না হওয়ায় তারা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। এরপর তাদের বেতন হয়েছিল।

একইভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা তাদের পারিশ্রমিক পায়নি। জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা তাদেরকে বলেছেন স্টেট নোডাল এজেন্সি একাউন্টে টাকা নেই। জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিস থেকে পিএফএমএস করে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত টাকা না আসায় তাদের বেতন দেওয়া যায়নি।

তবে তারা চেষ্টা করছেন অতি দ্রুত যাতে তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া যায়। মাসের ৬ তারিখ বেতন না পাওয়ার কারণে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ভীষণভাবে সমস্যায় রয়েছে সর্বশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকারা। তারা জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে করে অতি দ্রুত তাদের বেতনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সর্ব শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়ি ফিরে যায়।

কারাগারে মৃত্যু বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কয়েকজন সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে তিনি সংসদ সদস্যপদ হারান।

জানা গেছে, তিনি তিনটি পৃথক মামলার মুখোমুখি ছিলেন, যার মধ্যে একটি হত্যা সংক্রান্ত। কারা সূত্র জানিয়েছে, শনিবার সকালে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাগুলি পুনরায় আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীরা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে দায়িত্ব নির্ধারণ করা যায় এবং আইনি ও সংবিধানগত অধিকার রক্ষা করা যায়।

বিভিন্ন ডানপন্থী গ্রুপ এবং সমাজকর্মীরা দাবি করেছেন, হেফাজতে মৃত্যুর স্বাধীন তদন্ত অপরিহার্য, যা দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জোরদার করতে সাহায্য করবে।

২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর ১৭ আগস্ট নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হাসিনা সরকারে তিনি জল সম্পদ মন্ত্রী ছিলেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন। তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক থেকে শোক বার্তায় বলেছেন, ঠাকুরগাওঁ-১ আসনের প্রাক্তন সংসদ সদস্য প্রাক্তন মন্ত্রী বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রমেশ চন্দ্র সেন আজ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীর শোক জানাচ্ছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। প্রসঙ্গত, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে ঠাকুরগাওঁ-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তথ্যে অভাব ঃ জয়রাম রমেশ

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এর আওতায় থাকবে বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও জুতো, প্লাস্টিক ও রাবার, অর্গানিক কেমিক্যাল, হোম ডেকর, হস্তশিল্প এবং কিছু যন্ত্রাংশ। চুক্তি অনুযায়ী, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সব শিল্পপণ্যের উপর এবং ড্রাইড ডিস্টিলার্স গ্রেইনস, পশুখাদ্যের জন্য লাল জোয়ার, বাদাম, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ও মদের মতো বহু কৃষি ও খাদ্যপণ্যের উপর শুল্ক কমাবে বা তুলে নেবে। যদি অন্তর্বর্তী চুক্তি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়, তবে জেনেরিক ওষুধ, রত্ন ও হীরা এবং বিমান যন্ত্রাংশের মতো একাধিক ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ভারত থেকে আমদানি করা কিছু বিমান ও বিমান যন্ত্রাংশের উপর আরোপিত শুল্কও প্রত্যাহার করা হবে।

দুই দেশই বাণিজ্যে প্রতিবন্ধক অ-শুল্ক বাধা দূর করার বিষয়ে একমত হয়েছে। ভারত মার্কিন চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করবে, যাতে সেগুলি ভারতীয় বাজারে সহজে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া মার্কিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি লাইসেন্স সংক্রান্ত কড়াকড়ি শিথিল করা হবে।

কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আরও

● প্রথম পাতার পর

ডাঃ সাহা বলেন, প্রায় ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ধরে বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। একমাত্র মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে পরপর ৯ বার দেশের বাজেট পেশ করেছেন তিনি। আমরা টিভির পর্দায় এর সাক্ষী হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাভাবনা বিকশিত ভারত ২০৪৭কে সামনে রেখে এই বাজেটের প্রতিফলন হয়েছে। বাজেটে আলাদা আলাদা করে সমস্ত বিষয় রাখা হয়েছে এবার। মাঘ পূর্ণিমার মতো একটা সুন্দর দিনে এবারের বাজেট পেশ হয়েছে। এবারের বাজেট নিয়ে প্রায় ৮০ বারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে। আমরা জানি আগে রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হতো। তারপর সাধারণ বাজেট পেশ হতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর সেগুলোকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটের মূল উদ্দেশ্য দেশের আয় ব্যয় এবং কি কি সেক্টরকে সামনে রেখে রূপরেখা হবে সেটা তুলে ধরা। দেশের উন্নয়নের খাতে বিভিন্ন সেক্টরগুলিকে নির্ধারণ করা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাজেটে আর্থিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সামরিক খাতে এবারের বাজেটে প্রায় ১৫ু বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময়ে প্রতিরক্ষা খাতে আরো শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। অপারেশন সিঁদুরে প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় মাত্র ২৬ মিনিটের মধ্যে ৯/১০টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এবারের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে সামরিক ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাবে ভারত।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চারটি শ্রেণীর (জাত) কথা বলছেন - যুবা, কৃষক, গরীব ও মহিলা। আর এই চার শ্রেণীর উন্নয়ন হলে সমাজে জাতপাতের প্রয়োজন হবে না। এই চারটি শ্রেণীর কথা ভেবেই এবারের বাজেটে বিভিন্ন সংস্থান রাখা হয়েছে। যুবাদের কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটে ৩.৫ কোটি চাকরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে রয়েছে সমাজের প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। সব শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন দরকার। প্রতিটি ঘরে আর্থিক উন্নয়ন দরকার। সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নয়ন দরকার। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন হয়েছে এই বাজেটে। কৃষকদের সার্বিক কল্যাণে এই বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পান সেটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ১৭টি জীবনদায়ী ঔষধের মূল্য অনেক কম করা হয়েছে। বিরল রোগের ঔষধেও মূল্য হ্রাসের বিষয় রাখা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মানের উন্নয়নের জন্যও বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানব সম্পদের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের কর্মদক্ষতার উপর জোর দিয়েছেন। তাদের উপর ভিত্তি করেই প্রধানমন্ত্রী গর্ববোধ করেন এবং আমরাও গর্ববোধ করি। গতানুগতিক চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আর্থিক উন্নয়নে আরো গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের। তাই আমাদের দায়িত্ব অনেক। কেউ দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে হবে। অন্যথায় দেশ ও রাজ্যকে বিকশিত করতে পারবো না আমরা।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ যুব মোর্চার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

কাঞ্চনপুরে পথ দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

বেপরোয়া গতিতে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণেই প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি আটক করে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

P'NIeT No.: 70/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.05/02/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document and downloading and bidding	Time and date of opening of bid/Technical Bid
1	145/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	downloading and bidding	At 4.00 PM on 11/02/2026 If Possible
2	146/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM 11/02/2026	

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4186/26

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

শিশুর উপর নৃশংস হামলার

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এয়ারপোর্ট থানাধীন ভাগলপুর পরেশ কলোনির একটি ৬ বছরের শিশু কন্যাকে বর্বরোচিতভাবে হাতে পায়ে বেঁধে মারধর করে স্থানীয় কয়েকজন মহিলা। শিশুটি একজনের কাছ থেকে ২০ টাকা চুরি করেছে এই অভিযোগে নির্মমভাবে মারধর করা হয় ওই শিশুটিকে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে তিনজন মহিলাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটির উপর সংঘটিত এই বর্বর হামলার ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, শিশু ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নাগাল্যান্ড থেকে উদ্ধার নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছিলেন এবং ওই দিনই ভিসওয়েমা গ্রামের ডজুকো টিকিট কাউন্টারে তাকে শেষবারের মতো দেখা যায়। দীর্ঘদিন খোঁজ না পাওয়ায় ১৩ জানুয়ারি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপর থেকেই ডজুকো ভ্যালি ও সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য একটি যৌথ দল গঠন করা হয়। এই দলে ছিলেন সাউদার্ন আংগামি ইয়ুথ অর্গানাইজেশন(এসএওয়াইও), সাউদার্ন ডজুকো গাইড কাউন্সিল এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা। এর মধ্যে ছিল খুজামা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, ভিসওয়েমা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, জাখামা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, কিগওয়েমা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ও ফেসামা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন। প্রত্যেক সংগঠন থেকেই স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন।

এছাড়াও উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে ছিলেন সাউথ পুলিশ স্টেশন ও খুজামা পুলিশ স্টেশনের পুলিশ কর্মীরা। ডজুকো কেয়ারটেকারদের কাছ থেকে বিকেল ৪টা নাগাদ মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পাওয়ার পর দলটি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে সেখানে পৌঁছায়।

জানা গেছে, মৃতদেহটি নদীর ধারে, জলস্রোত থেকে কয়েক ফুট দূরে, হেলিপ্যাড এলাকার নিচে পাওয়া যায়। তবে দেহটি জলের মধ্যে ছিল না। তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে দেহটি স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত ছিল। পচনের কোনও চিহ্ন বা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়নি। দেহটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে গেছিল ঠান্ডায়।

রাত প্রায় সাড়ে ৩টা নাগাদ মৃতদেহটি ডজুকো বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। অল্প বিশ্রাম ও জলখাবারের পর ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ ফের যাত্রা শুরু হয়। সকাল ৬টার দিকে দলটি ভিসওয়েমা ভিউ পয়েন্টে পৌঁছায় এবং সকাল ৭টা নাগাদ ভিসওয়েমা পার্কিং এলাকায় এসে পৌঁছায়।

সাউদার্ন আংগামি ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এবং ভিসওয়েমা উইমেন অর্গানাইজেশনের চেষ্টায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পরবর্তী তদন্তের জন্য মৃতদেহটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘুরতে গিয়ে এই তরুণের মৃত্যুতে গোটা রাজ্যব্যাপী শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। তাকে দেখার জন্যে প্রহর গুনছেন তার পরিবারের সদস্যরা। কিভাবে তার মৃত্যু হল, তা নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে প্রশাসনিক তরফে।

অন্তবর্তী বাণিজ্য চুক্তির

● প্রথম পাতার পর

এই পারস্পরিক শুল্ক তুলে নেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্র আরও জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে আরোপিত বিমান ও বিমান যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত কিছু শুল্ক ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হবে। একই সঙ্গে ভারতের জন্য স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশে বিশেষ শুল্ক কোটা সুবিধা দেওয়া হবে। ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল সংক্রান্ত মার্কিন তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভারত এ ক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমে সুবিধা পাবে।

উভয় দেশ পরস্পরকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি চুক্তির সুবিধা যেন মূলত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে জন্য ‘রুলস অব অরিজিন’ নির্ধারণ করা হবে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে প্রভাব ফেলছে এমন অ-শুল্ক বাধা দূর করতেও দুই দেশ একমত হয়েছে। ভারত মার্কিন চিকিৎসা সরঞ্জাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বাধা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে মার্কিন বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ভারতীয় বাজারে গ্রহণযোগ্য কি না, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও স্থিতিশীল করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। তৃতীয় দেশের অ-বাজার নীতির মোকাবিলায় যৌথ পদক্ষেপ, বিনিয়োগ পর্যালোচনা ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণেও সহযোগিতার কথা জানানো হয়েছে।

ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক বা জটিল নিয়ম দূর করে শক্তিশালী ও পারস্পরিক লাভজনক ডিজিটাল বাণিজ্য কাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতের বিটিএ-র অংশ হবে।

ঘোষণায় জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি, বিমান ও বিমান যন্ত্রাংশ, মূল্যবান ধাতু, প্রযুক্তি পণ্য এবং কোকিং কয়লা কিনতে চায়। পাশাপাশি জিপিইউ ও ডেটা সেন্টারে ব্যবহৃত প্রযুক্তি পণ্যের বাণিজ্য ও যৌথ প্রযুক্তিগত সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

দুই দেশ দ্রুত এই কাঠামো কার্যকর করে অন্তর্বর্তী চুক্তি চূড়ান্ত করার দিকে এগোবে এবং এর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ, পারস্পরিক লাভজনক ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কৃষি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে

● প্রথম পাতার পর

রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ভারতের নারী ও যুব সমাজের জন্য লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

মেক ইন ইন্ডিয়া ও

● প্রথম পাতার পর

খবর। আমাদের দুই মহান দেশের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোতে আমরা একমত হয়েছি। দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরও লেখেন, এই কাঠামো ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-কে শক্তিশালী করবে এবং ভারতের পরিশ্রমী কৃষক, উদ্যোক্তা, এমএসএমই, স্টার্টআপ উদ্ভাবক, মৎস্যজীবীসহ বহু মানুষের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। পাশাপাশি মহিলা ও তরুণদের জন্য বড় আকারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিন্ন অঙ্গীকার রয়েছে। এই কাঠামো বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

বিশ্বাসই ভারতের বড় শক্তি

● প্রথম পাতার পর

গানগুলির প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সমাজের হৃদয়ে ভারতের বিশেষ স্থান রয়েছে। ২০০১ সালে গুজরাট ভূমিকম্পের সময় প্রবাসীদের সাহায্যের কথা স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার বহু প্রবাসী ভারতীয়ের পূর্বপুরুষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং অনেকে কখনও ভারতে না এসেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। নেতাজির সম্মানে মালয়েশিয়ার ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের নামকরণ ও নেতাজি সার্ভিস সেন্টার এবং নেতাজি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবাসী সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়ায় ৫০০-র বেশি স্কুলে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। তিরুবল্লুবর ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব, বাতু কেভসে থাইপুসাম উৎসবের ঐশ্বরিক পরিবেশ এবং গর্বার জনপ্রিয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতের গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, তামিল ভাষা ভারতের বিশ্বকে দেওয়া এক অমূল্য উপহার। তামিল সাহিত্য চিরন্তন, তামিল সংস্কৃতি বিশ্বজনীন এবং তামিল জনগণ মানবতার সেবায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি জানান, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ড. মুরুগন সকলেই তামিলনাড়ুর সন্তান।

ভারত—মালয়েশিয়া সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের দিল্লি সফরের পর দুই দেশের সম্পর্ক সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন, দুই দেশ একে অপরের সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে উদযাপন করছে।

চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যে মালয়েশিয়ার শুভেচ্ছার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সাফল্য মানেই মালয়েশিয়া ও এশিয়ার সাফল্য। তিনি ভারত—মালয়েশিয়া অংশীদারিত্বকে সম্মিলিত রূপান্তরের অগ্রগতির জন্য ভারত-মালয়েশিয়া অংশীদারিত্ব হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে এখন আর শুধুমাত্র একটি বৃহৎ বাজার হিসেবে দেখা হয় না; বরং বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং উন্নয়নের জন্য এক বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে ভারত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আরও জানান, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওমান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে। তাঁর কথায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসই আজ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি ও মূলধন হয়ে উঠেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশটি দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে এবং বিশ্বে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি জানান, মালয়েশিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত ওসিআই কার্ডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি থিরুবল্লুবর স্কলারশিপ, নলেজ ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম এবং মালয়েশিয়ায় নতুন ভারতীয় কনস্যুলেট খোলার ঘোষণাও করেন তিনি।

ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ১৪০ কোটি ভারতীয় একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে এবং প্রবাসী ভারতীয় সমাজ এই যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

UTF Coaching - Guiding You to Success
ORIENTATION PROGRAM
UNITED TIPRASA FORUM
VENUE: AGARTALA PRESS CLUB
Date : 7th February 2026, Saturday
Time: 10.00AM to 3:00PM

শনিবার আগরতলায় ইউনাইটেড তিপ্রাসা ফোরামের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়ায় সুধাঙ্ক দাস স্মৃতি নকআউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জাঁকজমকপূর্ণ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়ায় সুধাঙ্ক দাস স্মৃতি নকআউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জাঁকজমকপূর্ণ সূচনা। এই প্রথমবার তেলিয়ামুড়া নিউ স্টার ক্লাবের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার দশমীঘাট স্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে শুরু হলো সুধাঙ্ক দাস স্মৃতি এক সুবিশাল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। শনিবার, এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায়, এলাকার কাউন্সিলর মালশ্রী সাহা পাল সহ নিউ স্টার ক্লাবের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন ঘোষ এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।উদ্বোধনী পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুটি শক্তিশালী দল ভগৎ সিং ওয়ারিয়র্স ও রাইজিং স্টার।

খেলার শুরুতেই স্টেডিয়ামজুড়ে জমে ওঠে উৎসবমুখর পরিবেশ, দর্শকদের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে গ্যালারি।বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এই ধরনের স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ও শৃঙ্খলা বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ও এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এমন প্রতিযোগিতা আয়োজনের আহ্বান জানান।সামগ্রিকভাবে, সুধাঙ্ক দাসের স্মৃতিতে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তেলিয়ামুড়ার ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে আরও রোমাঞ্চকর ম্যাচ উপহার দেবে বলে প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর উদ্যোগে ফল মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি: শনিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর উদ্যোগে শনিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়। এই মানবিক উদ্যোগে হাসপাতাল চত্বরে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত জনসেবা। এ ধরনের কর্মসূচি রোগীদের মনোবল বাড়াতে বিশেষ সহায়ক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা, সোসাইটির ম্যানেজার সমীর ভট্টাচার্যী, কাউন্সিলার অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ সোসাইটির অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সোসাইটির চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজসেবামূলক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার রয়েছে তাদের। অনুষ্ঠানের শেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগের জন্য তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই উদ্যোগে রোগী ও তাঁদের পরিবারবর্গ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ ধরনের সহানুভূতিশীল কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের দাবি জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালের সঙ্গে ফেরান্ডো রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি”র ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নন্দননগরস্থিত ফেরান্ডো রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি ফর ডিজেবল-র ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রী ও তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

বিলাসবহুল গাড়ি থেকে প্রচুর নেশাসামগ্রী উদ্ধার, আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ ফেব্রুয়ারি: নেশাবিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের। নেশা বিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। শনিবার আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪১ মাইল নাকা এলাকায় নিয়মিত চেকিং চলাকালীন এবং ওসি সনের দেববর্মা উনার কাছে এক গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে একটি বিলাসবহুল ‘থার’ গাড়ি (নম্বরবিহীন) আটক করে পুলিশ। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশির সময় গাড়ির ভেতর থেকে সাতটি সাবানের কেসে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি কিছু পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপও উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এই ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজনকে আটক করা হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কিসান, আইপিএস এবং ডি.সি.এম সন্দীপ দেববর্মা। অভিযানের পুরো বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তারা।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কিসান, আইপিএস জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে মেঘালয় থেকে এই নেশা সামগ্রী ত্রিপুরায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। বিষয়টির সঙ্গে একটি বৃহত্তর নেশা পাচার চক্র জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল দিক খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই মামলার সঠিক ও গভীর তদন্ত চালানো হবে।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নেশা সামগ্রীর অবাধ প্রবাহ রুখতে আগামী দিনেও এ ধরনের নাকা চেকিং ও বিশেষ অভিযান আরও জোরদার করা হবে। মুঙ্গিয়াকামি থানার এই সাফল্যে পুলিশের তৎপরতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

স্বামী সন্তান ফেলে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি: গন্ডাছড়া মহকুমা থেকে আরো এক গৃহবধূ বেপাত্তা। চার বছরের শিশু কন্যাকে বাড়িতে রেখে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায় ওই তরুণী গৃহবধূ, এমনটাই অভিযোগ। দিশেহারা হয়ে স্বামী পাঁচদিন যাবৎ আত্মীয় স্বজন, শশুরবাড়ী সহ বিভিন্ন স্থানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও স্ত্রীর কোন হদিস না পেয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমা থানার দ্বারস্থ হন পলাতক তরুণী গৃহবধূর স্বামী। গত পাঁচদিন যাবৎ চার বছরের শিশু কন্যা মায়ের জন্য লাগাতর কেঁদেই চলছে। মাতৃহারা শিশুটিকে কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে অসহায় স্বামী। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সর্বত্র।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার জয়কিশোর মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা অমলেন্দু সরকার। তিনি পেশায় একজন কৃষক। অমলেন্দু সরকার জানান প্রায় বছর পাঁচেক আগে অমরপুর মহকুমার থাকছড়া গ্রামের প্রয়াত বাদল কর -এর মেয়ে তনুশ্রী করকে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে করেন অমলেন্দু সরকার। তাদের ঘরে আসে ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। যার বর্তমান বয়স চার বছর।

অমলেন্দুবাবু আরো জানান সাম্প্রতিককালে স্ত্রী তনুশ্রী দিনের বেশির ভাগ সময় মোবাইলে ব্যস্ত থাকতো। নিষেধ করলেও মোবাইল ছাড়তে চাইতো না তনুশ্রী। অমলেন্দু সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী পয়লা ফেব্রুয়ারী সকালের খাওয়াদাওয়া সেরে অমলেন্দু বাবু কৃষি ক্ষেতে চলে যায়। কিছুক্ষন পর বাড়িতে ফিরে এসে অমলেন্দুবাবু দেখতে পান চার বছরের শিশু কন্যাটি হাউমাও করে কাঁদছে। স্ত্রী বেপাত্তা। সন্দেহ হওয়ায় কৃষক অমলেন্দু সরকার চারদিকে খোঁজ খবর শুরু করেন।

কিন্তু স্ত্রী তনুশ্রী বেপাত্তা। শশুরবাড়ি সহ বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর না পেয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমা থানার দ্বারস্থ হন কৃষক অসহায় স্বামী অমলেন্দু সরকার। সম্পূর্ণ ঘটনা লিখিত আকারে থানা কর্তৃপক্ষকে জানান অমলেন্দু সরকার। চার বছরের একমাত্র শিশু কন্যাটিকে নিয়ে চরম সমস্যায় অমলেন্দু। মায়ের জন্য লাগাতর কেঁদেই চলেছে শিশুটি। কোন কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে তাকে। উনুনে বসছে না হাঁড়ি। দিশেহারা স্বামী অমলেন্দু সরকার। অন্তত চার বছরের শিশুটির মুখের দিকে চেয়েও কি বাড়িতে ফিরে আসবে ওই পাষন্ড মা?

আগরতলা প্রেসক্লাবে ইউনাইটেড তিপ্রাসা ফোরামের উদ্যোগে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা প্রেসক্লাবে ওরিয়েন্টাল প্রোগ্রাম ইউনাইটেড তিপ্রাসা ফোরামের উদ্যোগে একদিনের বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিপ্রাসা সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা। পাশাপাশি যুব সমাজকে সংগঠনের সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, “তিপ্রাসা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।” তিনি আরও বলেন, সমাজের অগ্রগতিতে যুব সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, “এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সমাজ ও সংগঠনের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।” তিনি এ ধরনের উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজনের আশ্বাস দেন। উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তিপরাসা সমাজের উন্নয়নে ইউনাইটেড তিপরাসা ফোরামের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ সহ হাতিয়ে নীল চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে কমলপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিন মানিক ভাণ্ডার পঞ্চায়েতের পদ্মবিল গ্রামে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কে সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে দক্ষিণ মানিক ভান্ডার পদ্মবিল গ্রামে বাসিন্দা আশা কর্মী দেবযানী দেববর্মার বাড়িতে একদল চোরেরা হানা দিয়ে ঘরের বারান্দার গ্রিলের তালা ও দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে ৭ থেকে ৮ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

বাড়ির মালিক দেবযানী দেববর্মা জানান, উনার দুই ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে। চাকুরির সুবাদে দুই ছেলে বাইরে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি একা থাকেন। বাড়ি থেকে অনতি দূরে বিশ্বরূপ পূজা ও সংহতি মেলা চলছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ মুঙ্গিয়াকামি আইসিডিএস প্রকল্পের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি ব্লক ভিত্তিক বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও শীর্ষক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিএসি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ কুমার দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার, তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও শুবিনয় ভৌমিক, সমাজসেবী প্রশান্ত দেববর্মা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুঙ্গিয়াকামি আইসিডিএস প্রকল্পের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার অজিত মোহন জামাতিয়া। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মহিলাদের শিক্ষা থেকে শুরু করে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেই শুরু হয়। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিরাও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিন ৩ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ৩ জন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাকে এনগেজমেন্ট লেটার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মুঙ্গিয়াকামি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল করা ৬ জন ছাত্রীকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় ৩ জন মাকে চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আগরতলার সোনারতরী হোটেলে অল ত্রিপুরা অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটির ১২তম রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং সরকারের বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ট্রমা সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে টেলিমেডিসিন পরিষেবার সম্প্রসারণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ রাজ্যের মধ্যেই এখন মানুষ উন্নততর এবং সহজলভ্য চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন বিনামূল্যের চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেসব শিশু জন্মগতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, নিয়মিত স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং এবং পুষ্টি কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় করা হচ্ছে। এরফলে রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, এ.জি.এম.সি. ও জিবিপি হাসপাতালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিভাগ, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, টেলিমেডিসিন সংযোগ, কিডনি প্রতিস্থাপন সহ বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাজ্যে মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের ভূমিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের জীবনে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া জোনাল অপথালমোলজিক্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ডা. জেনিফার ভি. বাসাইয়া মোহিত, ডা. বি. কে. পাল। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. সমীর কুমার দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. এ. কে. চাকমা। সম্মেলনে ডা. এইচ. কে. চৌধুরী, ডা. এইচ. এন. গোস্বামী, ডা. এম. এস. চ্যাটার্জিকে সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ ১২তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন জায়গা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত ব্রহ্মকুন্ড পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যে পর্যটনের প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ব্রহ্মকুন্ড এলাকার উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্রহ্মকুন্ড রাজ্যের একটি অন্যতম ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র। এই পর্যটন কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মকুন্ড পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য যে কর্মকান্ড চলেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য পর্যটনমন্ত্রী আজ ব্রহ্মকুন্ড পরিদর্শন করেন। পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

শান্তিরবাজার এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় ফের পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি: আবারও পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল শান্তিরবাজার এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকা।শান্তিরবাজার এসডিএম অফিসের পাশে জাতীয় সড়ক—৮(এনএইচ-৮) উপর একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যেখানে একটি অজ্ঞাত বাইক একটি পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন প্রিতুস মিত্র(৬৮)। তার বাড়ি সুভাষ কলোনিতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পর রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। অজ্ঞাত বাইক আরোহীর খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

বিশালগড়ে রাবার বাগান থেকে চা বিক্রেতার মৃতদেহ উদ্ধার, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড় থানাধীন রতননগর এলাকায় একটি রাবার বাগান থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মতিলাল বর্মণ। তিনি পেশায় একজন চা বিক্রেতা ছিলেন। জানা গেছে, গতকাল দুপুর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

মৃতের স্ত্রী জানান, গতকাল দুপুরে ভাত খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মতিলাল বর্মণ। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের পক্ষ থেকে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজখবর নেওয়া হলেও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে বিষয়টি বিশালগড় থানায় জানানো হয়।

আজ ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা রতননগর এলাকার একটি রাবার বাগানের ভেতরে মতিলাল বর্মণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মৃতের স্ত্রীর দাবি, মতিলাল বর্মণ প্রায়ই ওই রাবার বাগান দিয়ে যাতায়াত করতেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী ভিত্তি করে শিল্প কারখানা গড়ে উঠার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি:ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ার্সে রিভার্স বায়ার সেলার্স মিট অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি ৫০টি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থার স্টলেরও উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রিভার্স বায়ার সেলার্স বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে স্থানীয় উৎপাদকদের সঙ্গে বৃহৎ ক্রেতা সংস্থাগুলির সরাসরি ব্যবসায়িক আলোচনার সুযোগ ঘটে।

রিভার্স বায়ার সেলার্স মিটের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্যে উৎপাদিত রাবার, বাঁশ, চা, আগর, কুটির শিল্প এবং মরশুমি ফলকে ভিত্তি করে শিল্প কারখানা গড়ে উঠার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে পরিকল্পিত ভাবে কাজ করলে রাজ্যের ব্যবসায়ীগণ লাভবান হবেন এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিও শক্তিশালী হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তিনি তুলে ধরেন। এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্পের প্রসারে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সব ধরণের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০৪৭সালের মধ্যে ভারতকে শ্রেষ্ঠ দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার জন্য সব ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, রাবার বোর্ডের জয়েন্ট রাবার কমিশনার এন সালিক, ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব সুভাষ চন্দ্র দাস।

কেন্দ্রীয় সরকারের এমএসএমই মন্ত্রক এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে আজ রিভার্স বায়ার সেলার্স মিট-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। আরবিএসএম-২০২৬ এ দেশের ৩০টি শীর্ষস্থানীয় ক্রেতা সংস্থা অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিইএটি টায়ার্স, জেকে টায়ার্স, এমআরএফ টায়ার্স, আইটিসি, জেট ব্লেক, রিল্যাক্সো, প্রাণ বেভারেজ (ইন্ডিয়া), অন্নদা স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি এবং জয়শ্রী টি এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি।

বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার সাজেশান বিতরন কর্মসূচি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারি: অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের ৮ টি জেলার দুঃস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামুল্যে সাজেশান বই বিতরন করা হয় বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার উদ্যোগে। শনিবার ছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। প্রথমে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে বই বিলি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল দাস।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ার ম্যান জিতেন্দ্র সাহা, সংস্থার পক্ষে মনোজ রায়, পঙ্কজ রায় মৃনাল ঘোষ ও মৌমিতা মজুমদার। এরপর বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ে বই বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, সায়েন্স এন্ড ট্যাকনোলজির অঞ্জন সেনগুপ্ত, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তি দেববর্মা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান কমল রায় চৌধুরি এবং বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কনভেনার মনোজ রায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার গোমতী জেলার পেট্রন তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ছাত্রীদেরকে সাজেশান পড়ার পাশাপাশি পুরো বই পড়ার পরামর্শ দেন সঙ্গে রাজ্যকে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজ রাখার পরামর্শ দেন।

পরীক্ষার মুখে শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি: পরীক্ষার ঠিক আগে আদমপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করার সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার সকালে বক্সনগর থানাধীন আদমপুর এলাকার পড়ুয়ারা সোনামুড়া—বক্সনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।জানা যায়, সকাল প্রায় ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টানা প্রায় আড়াই ঘণ্টা উত্তর কলমচৌড়া চৌমুনি বাজার এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। রাস্তার ওপর বসে পড়ুয়ারা শিক্ষিকা বদলির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানায়।ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, আদমপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১২০ জনেরও বেশি পড়ুয়া থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। তার মধ্যেই শুক্রবার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বৈশাখী পালকে হঠাৎ অন্যত্র বদলি করা হয়। ফলে পরীক্ষার প্রাক্কালে পঠন-পাঠনে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে।পড়ুয়ারা আরও জানান, আগে বিদ্যালয়ে ৮—৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকলেও একের পর এক বদলির কারণে শিক্ষার পরিবেশ ভেঙে পড়েছে। নিয়মিত শিক্ষক বদলির ফলে পাঠ্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে, যার প্রতিবাদ জানাতেই তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে বক্সনগর ব্লক চেয়ারপার্সন স্বপ্না নমঃ দাস বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরীক্ষার সময়ে কেন এই ধরনের বদলি করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।বিক্ষোভ শুরুর প্রায় দেড় থেকে দু’ঘণ্টার মাথায় বক্সনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসার তথা আইএস মহিম দেববর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এসএমসি কমিটি, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। আলোচনার পর শিক্ষিকা বৈশাখী পালকে আদমপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পূর্ণ বহাল রাখার মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হয়।

াঙ্গন

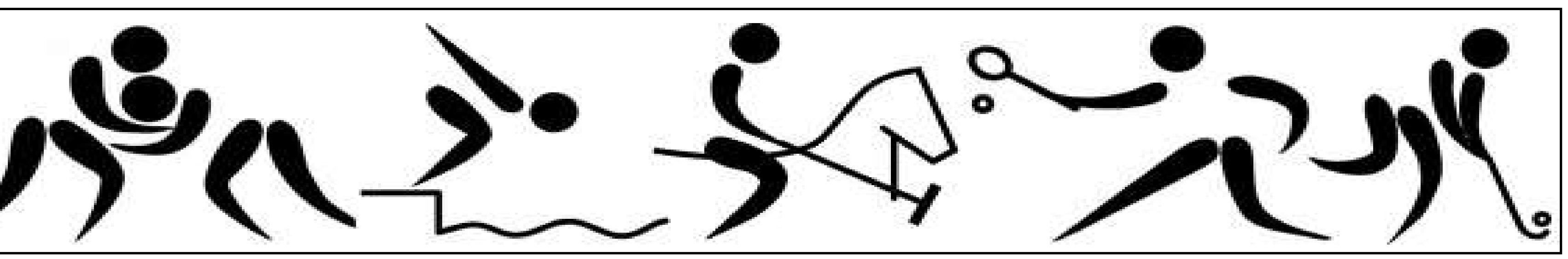

অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট : চার মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হচ্ছে আগামীকাল (রবিবার) থেকে। অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। শুক্রবারে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ শেষ হতেই কোয়ার্টার ফাইনালে লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামীকাল থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের মূল পর্বের কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩২ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত আটটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ১৬ টি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট পদ্ধতিতে খেলেছে।

একই সময়ে রাজ্যের আটটি মাঠে আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৈলাশহর ১০৬ রানের ব্যবধানে পোলস্টার ক্লাবকে, কসমোপলিটন ক্লাব ১০ উইকেটের ব্যবধানে আমবাসাকে, সোনামুড়া ১১৯ রানের ব্যবধানে উদয়পুরকে, ধর্মনগর আট উইকেটের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়াকে, বিশালগড় ১০ উইকেটের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে, বিসিসি ৯ উইকেটের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে, জেসিসি চার উইকেটের ব্যবধানে ওপিসিকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

টি আই টি তে অনুষ্ঠিত অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে চলমান সংঘ কে ছাপিয়ে মোহনপুর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আগামীকাল থেকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে কৈলাশহর খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তথা জেসিসি-র বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন ক্লাব ও বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে মোহনপুর ও বিশালগড় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সোনামুড়া ও ধর্মনগর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল দুটি ম্যাচ ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

নাইডু ট্রফি : তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে লড়ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল এখন ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ডিন্ডিগুলে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দল ২৩৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

মোটকথা ইনিংস পরাজয় এড়াতে হলে ত্রিপুরা দলকে আরও ২৩৭ রান সংগ্রহ করতে হবে। হাতে যদিও ৯ উইকেট বর্তমান। তন্ময় দাস ১৮ রানে এবং সপ্তজিৎ দাস দুই রানে উইকেটে রয়েছেন। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা কতটুকু নিজেদের ফোকাস করতে পারে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

শুক্রবার সকালে ডিন্ডিগুলে এনপিআর কলেজ গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬০ ওভার ৪ বল খেলে ১৬৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে গতকালের শেষ বেলা এবং আজ শনিবার দ্বিতীয় দিনের অধিকাংশ সময় ধরে খেলে ১০৪ ওভার ৩ বলে নয় উইকেট হারিয়ে ৪২৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। ২৬০ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ওপেনার দেবাংশু দত্তের উইকেটটি ব্যক্তিগত এক রানে হারিয়ে ২৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর ওপেনার অমিত সাদভিকের ১৮৩ রান, অধিনায়ক ভূপতি বৈষ্ণো কুমারের ৫৫ রান, মানব পারাখের ৯০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অমিত ১৭১ বল খেলে ১৯ টি বাউন্ডারি ও ৯ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে।

ত্রিপুরা দলের পারভেজ সুলতান ৭৫ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া, তনয় মন্ডল ও সন্দীপ সরকার দুটি করে এবং অমিত আলী ও সাহিল সুলতান একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

ভিডিও কলে বাবাকে প্রণাম, ভোজপুরি গানে নাচ বৈভবের, বিশ্বজয়ীদের কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে বোর্ড

বিশ্বকাপজয়ী অনূর্ধ-১৯ দলের জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব, অনবদ্য! আর ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বৈভব সূর্যবংশীকে? প্রতিপক্ষ থ, ক্রিকেটদুনিয়ার চোখ ছানাবড়া। আর ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে গর্ব। আইপিএলের গণ্ডি ছাড়িয়ে ১৪ বছরের কিশোর এখন বিশ্বজয়ী। ফাইনালে খেলেছে ১৭৫ রানের ইনিংস। কিন্তু তাতে কী? আসলে তো বাচ্চাই। ভারত অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জেতার পর যে কাজটা করল, তা মুহূর্তে ভাইরাল। অবশ্য তারপর সতীর্থদের সঙ্গে যেভাবে নেচে উঠল, তাও নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।তার নামের পাশে ৮০ বলে ১৭৫। পকেটে ১৫টি চার, ১৫টি ছয়। আউট হওয়ার পর বিপক্ষ ক্রিকেটাররাও হাত মিলিয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল গোটা স্টেডিয়াম। সত্যিই তো, এরকম ইনিংস কি আর দেখা যাবে! যার সৌজন্যে ভারত তুলল বিরাট ৪১১ রানের পাহাড়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতল ১০০ রানে। তারপরই বাবাকে ফোন ১৪ বছরের বিস্ময় প্রতিভার। সবার আগে বলল, 'বাবা, প্রণাম।' বাবা-মায়ের প্রতি ভক্তিই যে বৈভবকে বড় মানুষ করে তুলবে, সেরকমই আলোচনা নেটপাড়ায়।তারপর অন্য রূপে দেখা গেল বৈভবকে। সতীর্থদের সঙ্গে নাচে-গানে মাতিয়ে দিল সে। প্রথমে চলছিল পাঞ্জাবি গান। কিন্তু তাতে আপত্তি! ইনস্টাগ্রামে লাইভ ভিডিওয় সে বলে, "পাঞ্জাবি বুঝি না। এবার ভোজপুরি গান চলবে।" এরপর জনপ্রিয় ভোজপুরি গান বাজিয়ে উদ্দাম নাচ বিহারের কিশোরের। যা দেখে নেটিজেনরাও গাইছে, 'জিয়ে হো বিহার কা লালা।'

বিশ্বকাপজয়ী অনূর্ধ-১৯ দলের জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছেন, "গোটা দেশ অনূর্ধ-১৯ দলকে নিয়ে গর্বিত। ফাইনালে অসাধারণ ভাবে ইংল্যান্ডকে যে ভাবে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে। গোটা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত।" ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, 'ভারতের ক্রিকেট প্রতিভা উজ্জ্বল। আমরা বিশ্বকাপজয়ী অনূর্ধ-১৯ দলকে নিয়ে গর্বিত। পুরো প্রতিযোগিতায় দারুণ খেলেছে। এই জয় তরুণ খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবে। আগামী দিনের জন্য ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা।'

পাকিস্তানের ভারত 'বয়কট' মেনে নিল আইসিসি? টিকিট বিক্রি নিয়ে নেওয়া হল বিরাট সিদ্ধান্ত

শনিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বোধন। তার আগে যাবতীয় কৌতূহল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আদৌ হবে তো ক্রিকেটের এই মহারণ? উত্তর এখনও অজানা। তবে আইসিসি'র কাছে শাস্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়ে রেখেছে পাক বোর্ড। এই পরিস্থিতিতে আইসিসি'র তরফে ভারত-পাক দ্বৈরথ নিয়ে নেওয়া হল বড়সড় সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানের ভারত 'বয়কট' কি মেনে নিল আইসিসি? ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে না নামার হুমকি দিলেও এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও সরকারি বিবৃতি জারি করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সূত্রের খবর, এই 'অস্পষ্টতা'র মধ্যে টিকিট বিক্রি আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে আইসিসি। এই ঘটনায় যাঁরা ইতোমধ্যেই কলম্বোর টিকিট কেটে ফেলেছে, তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসরে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই মাঠে বসে দেখার জন্য মাস খানেক আগে থেকেই ছিল উন্মাদনার পারদ। এই ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের কার্যত পোয়াবারোও ছিল। কারণ কার্যত জলের দরে ফলের রস পেয়েছিলেন তাঁরা। নামমাত্র মূল্যে ভারত ও পাকিস্তানের মহারণ দেখার সুযোগ ছিল দর্শকদের সামনে। ফলে নিমেষে শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারত-পাক মহারণের টিকিট। এমনকী টিকিট বিক্রি শুরু হতেই ক্র্যাশ করেছিল ওয়েবসাইট।কিন্তু এখন পরিস্থিতি অতি জটিল। আইসিসি'র কাছে বাংলাদেশ কার্যত 'ঘাড়ধাক্কা' খাওয়ায় পর ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ঘোষণা করেছিল, তারা বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে না। যদিও এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত আইসিসি'কে লিখিতভাবে তারা কিছু জানায়নি। তবে পাকিস্তান সত্যিই যদি ভারতের বিরুদ্ধে না খেলে, তাহলে বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে শ্রীলঙ্কা। এই পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি'কে কড়া চিঠিও লিখেছে।আর এবার ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার পক্ষ থেকে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট যুদ্ধের টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। আইসিসি'র ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাচ্ছে, টিকিট কাটা যাচ্ছে না। লেখা আসছে 'শীঘ্রই টিকিট বিক্রির ঘোষণা করা হবে'। তবে কবে টিকিট বিক্রি করা হবে, সেই তথ্য নেই। আইসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, "এখনও পর্যন্ত পিসিবি থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই টিকিট বিক্রি বন্ধ রাখা হয়েছে। ম্যাচ হবে, এমন নিশ্চয়তা পেলেই ফের বিক্রি শুরু হবে। এই মুহূর্তে কোনও রকম আর্থিক ক্ষতি চাইছে না আইসিসি।" তবে আশা, ম্যাচে হবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ফের টিকিট বিক্রি শুরু হলে তা শেষ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

ছক্কার ফুলঝুরি ফোটালেও এখনই সিনিয়র দলে খেলতে পারবেন না বৈভব! কিন্তু কেন?

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ১৭৫ রানের ইনিংস! এক ইনিংসেই ১৫টি ছক্কা। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান স্কোরার সে। ফাইনালে ম্যাচের সেরা, টুর্নামেন্টের সেরা। আইপিএলেও একের পর এক নজির তার নামের পাশে। গতবছর আইপিএল নিলাম থেকেই বিহারের বৈভবের রেকর্ড গড়ার যাত্রা শুরু। কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল নিলামে দল পেয়েছিল সে। আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরান এখনও তার নামের পাশে।চোদ্দর কিশোরের ব্যাটিং বৈভব দেখে ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন এবার হয়তো তাকে জাতীয় দলে ডেকে নেওয়ার সময় এসেছে। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের আগেই অনেকে দাবি করছিলেন, এই বিশ্বকাপেই তাকে দলে রাখা উচিত। কিন্তু বিশ্বকাপ বা অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা বৈভবের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আইসিসির নিয়ম।আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, সিনিয়র দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে গেলে ন্যূনতম ১৫ বছর বয়স হতে হয়। তার আগে সিনিয়র দলে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না ক্রিকেটারদের। আপাতত বৈভবের বয়স ১৪ বছরের কিছু বেশি। আগামী ২৬ মার্চ সে ১৫ বছর পূর্ণ করবে। অর্থাৎ মার্চের আগে চাইলেও বিসিসিআই বৈভবকে জাতীয় দলে খেলাতে পারবে না। আইসিসির নিয়মে অবশ্য একটি ব্যতিক্রমও রয়েছে। বলা হয়েছে, ১৫ বছরের কম বয়সি কোনও ক্রিকেটারের যদি খেলার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, পরিণত মানসিকতা এবং শারীরিক প্রস্তুতি থাকে, তাহলে ওই ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আইসিসির কাছে চিঠি লিখতে হবে বিসিসিআইকে। আইসিসির অনুমতি পেলে মাঠে নামতেই পারে বিহারের বিস্ময় বালক।অবশ্য অত ঝক্কির আর প্রয়োজন পড়বে না। বিশ্বকাপ দলে বৈভবকে রাখা হয়নি। আর এ বছর ২৭ মার্চের পর তার বয়স হবে ১৫ বছর। তারপর আর জাতীয় দলের জার্সিতে তার খেলায় কোনও বাধা থাকবে না। অর্থাৎ বিশ্বকাপের পরই বিসিসিআই চাইলে বৈভবকে জাতীয় দলে ডেকে নিতে পারে।

পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্টে আসাম জয় করল মণিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল আমন্ত্রণমূলক ইনভাইটেশন ফুটবল টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ দিনে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিল মণিপুরের রেংদাই এফসি। শনিবার কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-বি'র এই প্রথম রাউন্ডের খেলায় তারা ১---০ গোলে পরাজিত করেছে আসাম ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে।সাদা জার্সিধারী আসাম ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং হলুদ জার্সিধারী রেংদাই এফসির মধ্যে লড়াই শুরু থেকেই ছিল সমানে সমান। প্রথমার্ধে দুই দলই আক্রমণাত্মক মেজাজে ফুটবল খেললেও গোলের মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়। রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবেই শেষ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি বাড়ায় উভয় পক্ষই।অবশেষে ম্যাচের ৪২ মিনিটে ডেডলক ভাঙতে সক্ষম হয় মণিপুরের রেংদাই এফসি-ক্লাবটি।দলের ৩৩ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার থিংকাওচুং গাংমেই দুর্দান্ত গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়।পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় আসামের দলটি।তবে রেংদাই এফসির জমাট রক্ষণের দেওয়াল টপকানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।শেষ পর্যন্ত ১—০ গোলের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়ে মণিপুরের দলটি।ম্যাচ শেষে জয়ী দলের ওহিংহাম রাজেন মিতেই-কে ম্যাচের সেরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়। এদিনের ম্যাচটি পরিচালনা করেন প্রধান রেফারি পল্লব চক্রবর্তী।আগামীকাল ৮ই ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হবে মিজোরামের এসএসইউ এবং কলকাতার আর্যক্ষ একাডেমি।

তেলিয়ামুড়ায় নকআউট টেনিস ক্রিকেটের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবার তেলিয়ামুড়া নিউ স্টার ক্লাবের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার দশমীঘাট স্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে শুরু হলো সুধাঙ্ক দাস স্মৃতি এক সুবিশাল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।শনিবার এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায়, এলাকার কাউন্সিলর মালশ্রী সাহা পাল সহ নিউ স্টার ক্লাবের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন ঘোষ এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

উদ্বোধনী পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুটি শক্তিশালী দল ভগৎ সিং ওয়ারিয়র্স ও রাইজিং স্টার। খেলার শুরুতেই স্টেডিয়ামজুড়ে জমে ওঠে উৎসবমুখর পরিবেশ, দর্শকদের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে গ্যালারি।বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এই ধরনের স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ও শৃঙ্খলা বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ও এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এমন প্রতিযোগিতা আয়োজনের আহ্বান জানান।সামগ্রিকভাবে, সুধাঙ্ক দাসের স্মৃতিতে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তেলিয়ামুড়ার ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে আরও রোমাঞ্চকর ম্যাচ উপহার দেবে বলে প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

রাঁচীতে উষা মার্টিন গ্রাউন্ডে পাঞ্জাব বধে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল পাঞ্জাবের মুখোমুখি হচ্ছে। লীগের প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পরাজয়টা ত্রিপুরা দলের মনোবল অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। তবুও লিগ পর্যায়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াররা। শুক্রবারে ত্রিপুরা দল হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে পরাজিত হয়েছে। এই ম্যাচের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরে নিতে চাইছে আগামীকালের ম্যাচে। উল্লেখ্য, শুক্রবারে তৌরিয়ান ওয়ার্ল স্কুল গ্রাউন্ডে হায়দ্রাবাদের সংগৃহীত ২০১ রানের জবাবে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল ৩৯ ওভার ১ বল খেলে ১৪৩ রান সংগ্রহ করেছিল। আগামীকাল প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। রাজ্য দলের মহিলা ক্রিকেটাররা শেষ সময়ের টিপসও নিয়ে নিয়েছেন কোচদের থেকে। খেলা সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। বিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলের গ্রুপে বেশ ক-টি শক্তিশালী দল রয়েছে।

আগামীকাল সকাল ৯ টায় রাঁচিতে উষা মার্টিন গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম পাঞ্জাবের ম্যাচ। রাজ্যদলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋজু সাহা। ডেপুটির ভূমিকা মৌচৈতি দেবনাথ। রাজ্য দলের অন্যান্য খেলোয়াররা হলেন: প্রিয়াঙ্কা আচার্য, অগ্রপূর্ণা দাস, ঝুমকি দেবনাথ, অন্বেষা দাস, ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া, অম্বিকা দেবনাথ, সুরভী রায়, মামন রবি দাস, পুজা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, মৌমিতা দেব, সুলক্ষণা রায়, নিকিতা দেবনাথ। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দলের কম্বিনেশন কিছুটা পরিবর্তন করে আগামীকাল খেলানো হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। চিফ কোচ এবং সহকারী কোচ এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়েছেন। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ যথাক্রমে ১০ ফেব্রুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা খেলবে কেরালার বিরুদ্ধে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ও গোয়ার ম্যাচ রয়েছে। ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ত্রিপুরা দল যথাক্রমে সৌরাষ্ট্র ও দিল্লির মুখোমুখি হবে।

খাঁ খাঁ ইডেনে শুরু বাংলাদেশহীন বিশ্বকাপ, সুযোগের সদ্ব্যবহার চায় স্কটল্যান্ড, স্মৃতি আঁকড়ে ক্যারিবিয়ানরা

ইডেন গার্ডেন্স। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ। অথচ গোটা স্টেডিয়াম কার্যত জনশূন্য। সেই খাঁ খাঁ মাঠেই শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ডের ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে টস জিতে শুরুতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিল স্কটল্যান্ড।এ ছবি শুধু অনভিপ্রেত নয়, অপ্রত্যাশিতও। সিএবিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রথম ম্যাচের জন্য হাজার তিনেকের কাছাকাছি টিকিট বিক্রি হয়েছে। পরের ম্যাচগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ। হয়তো ছবিটা এমন হত না। যদি এই ম্যাচ আসলে যাঁদের খেলার কথা ছিল সেই বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট না করত।অতীতে এই শহরে বাংলাদেশের ম্যাচে হাজার হাজার দর্শকের ভিড় ক্রিকেটদুনিয়া দেখেছে। ওপার থেকে যেমন দর্শক এসেছেন, এপারের বহু মানুষও ওপার বাংলার বাঙালিদের সমর্থন করেছে। সেটা ভেবেই হয়তো আইসিসি বাংলাদেশের ম্যাচগুলি ইডেনে রেখেছিল। কিন্তু বিধি বাম। স্রেফ ইগোর কারণে মেগা টুর্নামেন্ট বয়কট করে সেসব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল বিসিবি। যদিও এতে বিশ্বকাপ যতটা না জৌলুস হারিয়েছে, তার চেয়ে বেশি জৌলুস হারাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট।

কারণ বাংলাদেশের বদলে যে স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে সুযোগ পাচ্ছে তাদের দর্শক সংখ্যা ততটা বেশি নয় ঠিকই কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে তারা কম কিছু নয়। অন্তত শেষ ৩ বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের নিরিখে বাংলাদেশকে টেক্কাই দিয়েছে স্কটিশরা। শেষ তিন বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেখানে মোটে ৭ ম্যাচ জিতেছে, সেখানে স্কটিশরা জিতেছে ৬ ম্যাচ। এর মধ্যে আবার ইংল্যান্ড, আজকের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে জয়ও রয়েছে।অতীতের সেই গৌরবের ইতিহাসই অনুপ্রেরণা দিচ্ছে স্কটল্যান্ডকে। এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কটিশ অধিনায়ক রিচি বেরিংটন। তিনি বলছিলেন, "হঠাৎ এই সুযোগ এসে যাওয়াটা চ্যালেঞ্জিং বটে। তবে আমরা প্রস্তুত। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই।" চার বছর আগে হোবার্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর স্মৃতিই যে তাঁদের অনুপ্রেরণা, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন বেরিংটন। অবশ্য ইডেনে ভালো স্মৃতি ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও আছে। ১০ বছর আগে এই মাঠেই বিশ্বসেরা খেতাব উঠেছিল তাঁদের মাথায়। সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে তারা আত্মবিশ্বাসী।

৩০ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তির পথে বিসিসিআই বাদ শামি, কে কোন গ্রেডে?

ভারতীয় বোর্ড ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তিতে ব্যাপক রদবদল নিয়ে আসতে চলেছে। চুক্তি থেকে যে 'এ প্লাস' গ্রেড তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেটা আগেই শোনা যাচ্ছিল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা দুজনেই এর আগে সেই গ্রেডে ছিলেন। তবে বিরাট আর রোহিত এখন আর দুটো ফরম্যাটে খেলেন না। টেস্ট আর টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। বার্ষিক চুক্তিতে বিরাট আর রোহিতকে কোন গ্রেডে রাখা হবে, সেটা নিয়ে জল্পনা চলছিল। ভারতীয় বোর্ডের সূত্রের যা খবর, তাতে এই দু'জন মহাতারকাকে 'এ' গ্রেডেও রাখা হচ্ছে না। দুজনেই থাকবেন 'বি'-তে। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকাকে কোন গ্রেডে রাখা হবে, সেটা নিয়ে বোর্ড কর্তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় দুই ক্রিকেটারকে রাখা হবে 'বি' গ্রেডে।

গ্রেড 'এ'

শুভমান গিল, জশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা।

গ্রেড 'বি'

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, কেএল রাহুল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ সিরাজ, ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল।

গ্রেড 'সি'

রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অক্ষর প্যাটেল, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশ দীপ, ধ্রুব জুরেল, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, সাই সুদর্শন, রবি বিষ্ণোই।

গ্রেডেশনের দিক থেকে বিরাট-রোহিতকে ছাপিয়ে গিয়েছেন শুভমান গিল। 'এ' গ্রেডে থাকছেন শুধু তিনজন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন গিল, জশপ্রীত বুমরাহ আর রবীন্দ্র জাদেজা। গিল এখন টেস্ট আর ওয়ানডে অধিনায়ক। বুমরাহ সব ফরম্যাট খেলছেন। জাদেজা টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও টেস্ট আর ওয়ান ডেতে রয়েছেন। তাই শুধু এই তিনজন ক্রিকেটারকে 'এ' গ্রেডে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারিভাবে ঘোষণা হতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। তবে বিরাট আর রোহিত-দুজনকেই যে 'বি' গ্রেডে রাখা হচ্ছে, সেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রয়েছেন 'বি' ক্যাটাগরিতে। যেহেতু তিনি শুধু একটা ফরম্যাট খেলছেন। ওই গ্রুপে রয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থরা। শ্রেয়স আইয়ারও রয়েছেন ওই একই গ্রুপে।যা খবর, তিরিশ জন ক্রিকেটারকে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে রাখা হয়েছে। যে তালিকায় মহম্মদ শামির নাম নেই। বাংলা থেকে শুধুই রয়েছে আকাশ দীপের নাম। আকাশকে রাখা হয়েছে 'সি' গ্রুপে। তিলক বর্ম থেকে শুরু করে অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তীরাও সবাই রয়েছেন 'সি' গ্রুপেই।মহিলা ক্রিকেটারের বার্ষিক চুক্তির গ্রেডেশনও ঠিক হয়ে গিয়েছে। সদ্য বিশ্বকাপ জিতেছেন হরমনপ্রীত কউররা। সেখানেও 'এ' গ্রেডে রাখা হয়েছে চারজনকে। বাংলা থেকে বি গ্রেডে রয়েছেন শুধু রিচা।

গ্রেড 'এ'

হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা।

গ্রেড 'বি'

রেণুকা ঠাকুর, শেফালি বর্মা, রিচা ঘোষ ও স্নেহ রানা।

গ্রেড 'সি'

রাধা যাদব, আমনজোত কউর, প্রতীকা রাওয়াল, ক্রান্তি গৌর, উমা ছেত্রী, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া, হার্লিন দেওয়ল, কাশভি গৌতম, জি কমলিনী, বৈষ্ণবী শর্মা, ভেজাল হাসাবনিস।

শুভমন-বুমরাহদের সঙ্গে ডোপ পরীক্ষা দিতে হবে মন্ধানা-জেমাইমাদের! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার

ডোপ পরীক্ষা দিতে হবে স্মৃতি মন্ধানা এবং জেমাইমা রদ্রিগেজকে। ২০২৬ সালে দেশের যে সব ক্রীড়াবিদকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মহিলাদের বিশ্বকাপজয়ী দলের ক্রিকেটারেরাও।ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় রয়েছে মন্ধানা এবং জেমাইমার নাম। ৩৪৭ জনের তালিকায় ১১৮ জনই অ্যাথলিট। এ বছর তালিকায় নতুন নাম ১২০টি। তার মধ্যেই রয়েছে দেশের অন্যতম সেরা দুই ক্রিকেটারের নাম। তালিকায় রয়েছে মোট ১৪ জন ক্রিকেটারের নাম। প্রাথমিক তালিকায় সূর্যকুমার যাদব এবং সঞ্জু স্যামসনের নাম থাকলেও তাঁদের পরিবর্তে মন্ধানা এবং জেমাইমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।তালিকায় রয়েছে শুভমন গিল, শ্রেয়স আয়ার, যশস্বী জয়সওয়াল, হার্দিক পাণ্ড্য, ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরা, লোকেশ রাহুল, অর্শদীপ সিংহ এবং তিলক বর্মা, দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মা, রেণুকা সিংহ ঠাকুরের নাম। বেশ কয়েক জন হকি খেলোয়াড়ের নামও রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংহ, অমিত রুইদাস, হার্দিক সিংহ।

জাগরণ 8 February, 2026, Sunday আগরতলা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, ■ ২৫ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

GOVERNMENT OF INDIA
CBC 35101/13/0110/2526
পরিচ্ছন্নতা মর্যাদা নিশ্চিত করে,
স্বাস্থ্য শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলে
স্বচ্ছতা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য,
শৌচাগার, কমিউনিটি স্যানিটেশন কমপ্লেক্স
এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র
নির্মাণ করা হবে।
বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড
আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) : ভিবি-জি রাম জি
(বিকশিত ভারত-জি রাম জি) অ্যাক্ট, ২০২৫
১২৫ দিনের গ্যারান্টিযুক্ত মজুরি কর্মসংস্থান

বেওয়ারিস কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: জলাতঙ্ক রোগ ও নানা দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সহ জনসাধারণকে আরও বেশি করে সচেতন করতে হবে। বেওয়ারিস কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের আচার আচরণ এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষেধক ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রী এবং জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। রাজ্য সরকার বেওয়ারিস প্রাণীদের উদ্ধার করে উপযুক্ত শেল্টার হাউজে রাখার ব্যবস্থা করছে। এসব বেওয়ারিস প্রাণীদের জন্য যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে এ বিষয়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বেওয়ারিস কুকুর ও অন্যান্য বেওয়ারিস প্রাণীদের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আয়োজিত বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সভায় মুখ্যমন্ত্রী গৃহপালিত প্রাণীদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে টিকাকরণের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা পুরনিগম, ধর্মনগর পুর এলাকায় অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল সেন্টার এবং আরও ৬টি জেলায় অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল সেন্টার নির্মাণের কাজ সহ ২০টি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বেওয়ারিস প্রাণীদের জন্য শেল্টার হাউস নির্মাণের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

তিনি বেওয়ারিস প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি শুরু করার আগে এই কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে মোট গৃহপালিত বেওয়ারিস প্রাণীর সংখ্যা, বিভিন্ন স্থানের অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল সেন্টার এবং বেওয়ারিস প্রাণীর ব্যবস্থাপনায় এখন পর্যন্ত কি কি কাজ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বেওয়ারিস কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের গোশালাগুলির সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন।

সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার বেওয়ারিস প্রাণীদের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

তিনি জানান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ২,৯৯৮টি বেওয়ারিস কুকুরকে টিকাকরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক শিবির এবং বিভিন্ন স্থানে ১৯৮টি সচেতনতামূলক শিবির করা হয়েছে।

এছাড়াও সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, আইন দপ্তরের সচিব শঙ্করি দাস, আগরতলার পুর নিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ., প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. নিরজ কুমার চঞ্চল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়া সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তা ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পুরনিগমের ভূমিকা স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা শহরে সম্প্রতি পুর নিগমের পক্ষ থেকে যেভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ বাড়ছে। এই অভিযানকে স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাল সংযুক্ত কিষান মোর্চা।

শনিবার সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতা পবিত্র কর বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের কোনও নিশ্চয়তা নেই। বহু মানুষ যখন দু'বেলা খাবার জোগাড় করতেও হিমশিম খাচ্ছেন, তখন শহর 'সুন্দরীকরণ'-এর নামে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

পবিত্র করের অভিযোগ, যাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাঁদের অনেকেই শাসক দলের ভোটার ছিলেন। অথচ যারা অর্থের বিনিময়ে রাস্তার ধারে ব্যবসা চালাচ্ছেন, তাঁরা নির্বিঘ্নেই রয়ে গেছেন। তাঁর দাবি, অর্থাৎ যাঁরা ক্ষমতাসীন দলের 'পকেটে টাকা দিতে পারেন', তাঁদের জন্য কোনও নিয়ম-কানুন কার্যকর হয় না।

তিনি আরও বলেন, মানুষের সহনশীলতারও একটি সীমা রয়েছে এবং সেই সীমা ক্রমাগত লঙ্ঘন করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন পুর নিগম। এই পরিস্থিতিকে 'বিজেপির শেষের শুরু' বলে উল্লেখ করে তিনি আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করেন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য নিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধেও সরব হয় সংযুক্ত কিষান মোর্চা। পবিত্র কর জানান, এই চুক্তি দেশীয় কৃষক ও দুগ্ধ উৎপাদকদের স্বার্থের পরিপন্থী। এই বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হবে বলে জানান তিনি।

উচ্ছেদকৃত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে বিকল্প জায়গার সন্ধানে নিগম

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: উচ্ছেদকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শনিবার আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করল আগরতলা পুর নিগমের এক প্রতিনিধি দল। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারেন।

শনিবারের এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের ডাইরেক্টর সহ অন্যান্য শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রতিনিধি দলটি এদিন আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা এবং বটতলা সংলগ্ন বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন ও সম্ভাব্য পুনর্বাসনস্থল পরিদর্শন করেন।

এদিন প্রশাসনিক দলের সদস্য সাজু ওয়াহিদ জানান, ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত জায়গা রয়েছে। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী সেই নির্ধারিত স্থানগুলো ব্যবহার না করে রাস্তার ওপর বসে ব্যবসা করায় যানজট ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই কারণেই যানজট নিরসনে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

তিনি আরও জানান, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পূর্বে নির্ধারিত জায়গাগুলিতে কী কী সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। পাশাপাশি নতুন করে আরও বিকল্প জায়গাও চিহ্নিত করা হচ্ছে, যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই এই নির্ধারিত জায়গাগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন শহরের যানজট সমস্যার সমাধান হবে, তেমনই অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকা রক্ষাও নিশ্চিত করা যাবে বলে মনে করছে পুরনিগম।

রামনগর বিধানসভায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মেয়র

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: শনিবার রামনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি এবং এলাকার সমস্যাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন তিনি এলাকার উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রথমে তিনি রামঠাকুর লেনে অবস্থিত একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর পরিদর্শন করেন, যা দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে পুকুরটি সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার দাবি জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, পুর নিগমের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট পুকুরটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে এলাকাবাসী এর সুফল পেতে পারেন।

এরপর তিনি রামনগর ৮ নম্বর রাস্তা পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় ৫০ বছর ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় থাকা এই রাস্তাটির সংস্কার কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের আওতায় ড্রেন ঢাকার পাশাপাশি রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হবে বলে জানান তিনি।

পরবর্তীতে রঞ্জিত নগরের পুকুর সংস্কারের কাজও ঘুরে দেখেন মেয়র। কাজ চলাকালীন সময়ে সাময়িক অসুবিধার জন্য তিনি শহরবাসীর কাছে কিছুটা ধৈর্য ও সময় চান। পাশাপাশি আশ্বাস দেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই আগরতলা শহরের সামগ্রিক চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। মেয়রের এই পরিদর্শনকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

শান্তিরবাজারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: শান্তিরবাজার পিটিজি অফিস সংলগ্ন আগরতলা---সাব্রুম জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম গিরিবালা দেবনাথ। তাঁর বাড়ি শান্তিরবাজারের কেসি পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, একটি টিপার গাড়ি (নম্বর: টিআর০৩-জি - ১৫০৯) ওই মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় সাধারণ মানুষ তাকে দ্রুত শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটিকে ধরতে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ধাওয়া করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন শান্তিরবাজার থানার সেকেন্ড অফিসার সমীর বিশ্বাস। গাড়িটিকে আটক করার চেষ্টা চালানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘাতক টিপার গাড়িটিকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

হাঁপানিয়া এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গা যুবক আটক

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: হাঁপানিয়া এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে আমতলী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবক গত দুই মাস ধরে হাঁপানিয়া এলাকায় বসবাস করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটক যুবকের নাম কাবিল আনম। সে মায়ানমারের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে।

পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য মিলেছে এবং তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি বা চক্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এই যুবক কীভাবে ওই এলাকায় এসে বসবাস করছিল, তার পরিচয়পত্র ও গতিবিধি নিয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

জিরানীয়ায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: জিরানীয়ার আইএসটিটি কমপ্লেক্সে অবস্থিত মাধববাড়ি সরকারি খাদ্য গুদাম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জিরানীয়া মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা কর্মসূচির আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য করা হয়েছে ২৩ টাকা ৫৯ পয়সা প্রতি কেজি।

রাজাপাল বলেন, রাজ্যের খাদ্য, গণবন্টন ও ভোক্তাবিষয়ক দপ্তর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এবং কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করায় রাজ্যের ১ লক্ষ ২৫ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন। খাদ্য শস্যের উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য রাজ্যপাল কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, কৃষকদের কল্যাণে এবং তাদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করছে। এবছর ২৮ জানুয়ারি ধর্মনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান কেনার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যে ৪১টি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ৫ জন প্রগতিশীল কৃষককে সংবর্ধনা জানান। তাদের প্রত্যেকের হাতে তিনি ১০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকজন কৃষকের হাতে পাওয়ার ইউডার মেশিন তুলে দেন এবং ধান বহনকারী গাড়ির যাত্রার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, গণবন্টন ও ভোক্তাবিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, কৃষি বিপনন দপ্তরের অধিকর্তা রতন দেববর্মা, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস প্রমুখ।

টিপিএসসি নিয়োগে সিওএফ - সিএইউ স্নাতকদের রেকর্ড সাফল্য: মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত ৪১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি)-এর সদ্য ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফলে এক অনন্য সাফল্য অর্জন করল কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিএইউ), ইম্ফল-এর অধীনস্থ কলেজ অফ ফিশারিজ (সিওএফ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪১জন স্নাতক ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের অধীনে মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, যা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই অভূতপূর্ব সাফল্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ব্যাপক আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা মহলের মতে, এই কৃতিত্ব সিএইউ(ইম্ফল)-এর ছাত্রসমাজের পাশাপাশি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডঃ অনুপম মিশ্র এবং কলেজ অফ ফিশারিজের ডিন অধ্যাপক এ. বি. প্যাটেল নির্বাচিত স্নাতকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, এই সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গৌরব আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিন অধ্যাপক এ. বি. প্যাটেল জানান, এই অর্জন কলেজে অনুসৃত কঠোর ও মানসম্মত শিক্ষাক্রম, ধারাবাহিক পরামর্শদান ব্যবস্থা এবং ফলাফলভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতিরই প্রতিফলন। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি ও মৎস্য খাতে পেশাগত ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্যে কলেজের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানানো হয়, মাননীয় উপাচার্য ডঃ অনুপম মিশ্রের দূরদর্শী নেতৃত্ব, একাডেমিক উৎকর্ষতার উপর জোর, ছাত্র ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করার ফলে সিএইউ স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপাচার্য নিয়মিতভাবে অনুষদ সদস্য ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জনসেবার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে আসছেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সাফল্যের জন্য অনুষদ সদস্য, কর্মচারী ও সমগ্র সহায়ক কর্মীবৃন্দের নিরলস পরিশ্রমের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং একটি সক্রিয় ও উৎকর্ষপূর্ণ একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

শিলচর থেকে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার বিশ্রামগঞ্জে

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: আসাম রাজ্যের শিলচরের বাসিন্দা আব্দুল রহিম বর ভুঁইয়ার একটি দামি জাভা বাইক উদ্ধার করল বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। এএস---১১ জেড---১৬৬৭ নম্বরের ওই বাইকটি বিশ্রামগঞ্জ ইটভাট্টা সংলগ্ন ওয়ারেং বাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বাইক পড়ে থাকার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাইকের নম্বর যাচাই করে পুলিশ জানতে পারে, বাইকটির মালিক আসাম রাজ্যের শিলচর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল রহিম বর ভুঁইয়া। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে বাইক মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, প্রায় আট মাস আগে তাঁর বাড়ি থেকে বাইকটি চুরি হয়ে গিয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চোরের দল গতকাল রাতে বাইকটি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় বাইকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে এবং চোরদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা

কৃষকদের আয় বাড়লেই দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে শান্তিরবাজার মহকুমার বেতাগা এগ্রি গোডাউন মাঠে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ধান ক্রয়ের সূচনা করেন।

বেতাগা এগ্রি গোডাউন মাঠে কৃষক সমাবেশে সমবায়মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা হলেন অন্নদাতা, তাই ভগবান সমতুল্য কৃষকদের মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে বর্তমান সরকার। কৃষকরা যাতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান সে উদ্দেশ্যে সরকার সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সরকার থেকে কৃষকদের হাতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ও বীজ তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের আয় বাড়লেই দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারাপর্সন স্বপ্না বৈদ্য, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বেতাগা পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম বৈদ্য। বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক সঞ্জীব চাকমা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বকাফা এগ্রি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক রাজীব সেন। বেতাগা থেকে এবার ৮৪০ এমটি ধান ক্রয় করা হবে। প্রতি কেজি ধানের দাম ধার্য করা হয়েছে ২৩টা ৬৯ পয়সা।

দেড় মাস ধরে বিকল সিটি স্ক্যান মেশিন, চরম ভোগান্তিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের রোগী ও পরিজনেরা

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে গত দেড় মাস ধরে সিটি স্ক্যান মেশিন বিকল হয়ে পড়ে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী ও তাদের পরিজনেরা। অত্যাবশ্যক এই পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে না হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সিটি স্ক্যান মেশিন দীর্ঘদিন ধরে অচল থাকায় জরুরি ও গুরুতর রোগীদের বাইরে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠাতে হচ্ছে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বহু দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ। বাধ্য হয়ে তাদের হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বেসরকারি কেন্দ্রে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে, যা অনেকের পক্ষেই বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, জেলা হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক। দ্রুত মেরামত বা বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে সিটি স্ক্যান মেশিনটি মেরামত করে চালু করা হোক অথবা বিকল্পভাবে নতুন মেশিন বসানোর ব্যবস্থা করা হোক, যাতে সাধারণ মানুষ আবারও সরকারি হাসপাতালে সুলভে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas